493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/ 9433387953

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া
ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,৩২ সংখ্যা, ১৬ জৈষ্ঠ্য-২২ জৈষ্ঠ্য ,১৪২১ঃ ৩১ মে-৬ জুন,২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.32, 31 May-6 June, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

বিতর্কিত বহু প্রশ্নের উত্তর আগামী ঘোষণায় মিলবে কি

মোদির কড়া পদক্ষেপে আশঙ্কা বহু মহলে

ওঙ্কার মিত্র

সারা দেশের সঙ্গে দিল্লিও এখন মোদিময়। গুজরাতকে মডেল রাজ্য করার পর ভারতবর্ষকেও মডেল দেশ করতে পারবেন কিনা তাই নিয়েই আলোচনা। জনগণের সঙ্গে আশাবাদী কর্মীরাও। শপথের পরদিনই পাকিস্তানকে বার্তা, মন্ত্রীসভা ঘোষণা, কালো টাকা খুঁজতে কমিটি, দশদফা কর্মসূচী ও একশ দিনের টার্গেট মোদিকে মোদির পথেই রেখেছে। এককথায় মূল অসুখগুলোকেই চিহ্নিত করে দাওয়াই প্রয়োগ করতে চলেছেন মোদি। কথা কম কাজ বেশি।

মোদির এই পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গে কি প্রভাব ফেলবে তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা তুঙ্গে। বিশেষ করে মোদির শিল্পোন্নয়নের সুফল পশ্চিমবঙ্গ পাবে কিনা তা নিয়েও উৎসাহ বাড়ছে। হিন্দমোটর কারখানা বন্ধ হবার পর বাংলার শিল্প পরিস্থিতি ফের আলোচনার প্রথম সারিতে উঠে এসেছে। ডানলপ, জেসপ, হিন্দমোটর, সিঙ্গুর এসবই বাংলার শিল্পে পিছিয়ে পড়ার 'আইকন'। সকলেই চাইছেন বাংলার প্রতিনিধি দল মোদির দরবারে হাজির হোন। কিন্তু তা আদৌ হবে কিনা তা ভবিষ্যতই বলবে। অনেকে আবার বলতে শুরু করেছেন হিন্দমোটর কারখানা টাটাকে দিয়ে দেওয়া হোক সিঙ্গুরের বদলে। তা হলে জমি ফেরত পাবেন কৃষকরা। টাটা পাবে কারখানা করার জায়গা ও অভিজ্ঞ কর্মী।

একশ দিনের সময় সীমা বেঁধে দিয়েছেন মোদি। সময় বেঁধে কাজ করার নজীর আছে মোদির গুজরাতে। সেই কালচার যদি সত্যিই দিল্লিতে চালু হয় সুফল পাবে মানুষ। অন্যদিকে নয়া ভাবনাকে আহ্বান জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বিপুল সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানির বদলে দেশেই তা তৈরি করতে ১০০ শতাংশ বিনিয়োগ করতে উদ্যোগী হয়েছে। মোদির কর্মসূচীতে রয়েছে ই-নিলাম। কাটমানি যাওয়ার গর্তগুলো যেখান দিয়ে উঁকি মারে দুর্নীতি সেগুলো বন্ধ করতে পারলেই ভারত ফের চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

ভারতে বিপুল লগ্নী হবে। রফতানি বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে উঠবে। ভারতবাসী এ স্বপ্ন দেখতে ভুলে গিয়েছে বহুদিন। বিদেশিরা ভারতের বাজার দখল করে মুনাফা লুঠছে মনমোহন সরকারের মদতে। মোদি চাইছেন উল্টো পথে হাঁটতে। দেশের সঙ্গে বিদেশের বাজার দখল করে ব্যবসা করবে ভারত। মোদির এই স্বপ্ন টের পেয়ে ছটফটানি শুরু হয়েছে চিনসহ অন্যান্য দেশের। এই সুযোগ কীভাবে কাজে লাগাতে পারবেন মোদি তা নিয়ে রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে আলোচনা তুঙ্গে।

যদিও দৃঢ় পদক্ষেপে আরও বহুদূর হাঁটতে হবে নরেন্দ্র মোদিকে। বিশেষ করে দুর্নীতি ও ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু পুলিশের সংস্কার, যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টসহ বুদ্ধিজীবী মহল সোচ্চার তা নিয়ে এখনও মোদি নিশ্চুপ। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে ব্রিটিশের তৈরি পুলিশ আইন বাতিল করে বহু প্রতিক্ষিত সংস্কার করতে কি সাহস দেখাবেন মোদি? পারবেন কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে? ইতিমধ্যেই দেশে এক আইন চালু নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। তা নিয়েও এখনও কোনও কথা বলেননি প্রধানমন্ত্রী মোদি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা ধীরে চলো নীতিতে মানুষের আস্থা অর্জনের পরেই এইসব কাজে হাত দেবেন মোদি। আরও এক জল্পনা রাজধানীর রাজনীতিকে উত্তাল করছে। মোদি কি ইউপিএ সরকারের দুর্নীতি নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হওয়া তদন্ত বা মামলাগুলিকে দ্রুত নিষ্পত্তির দিকে নিয়ে যাবেন বা নতুন করে কিছু দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করবেন? নাকি সব কিছুকে ধামাচাপা দিয়ে রাজনৈতিক উন্মাদনায় বরফ চাপা দেবেন? আগামী দিনে আরও কর্মসূচী ঘোষণা করবেন মোদি। এসবের উত্তর সেখানে থাকবে কিনা সে দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

অন্য পাতায়

অর্থনীতি ও কাজের খবর পৃষ্ঠা ২
সুন্দরবনে মৌ শিল্পে নতুন দিগন্ত, মহেশতলা কর্পোরেশন নিয়ে আপত্তি শাসকমহলে, জলসঙ্কটে জেরবার ধুলিয়ান পৃষ্ঠা ৩
অনুপ্রবেশে ব্যহত সামাজিক ভারসাম্য পৃষ্ঠা ৪
রাজ্যের নানা স্বাদের খবর পৃষ্ঠা ৫
দেবভূমির অন্দরমহলে পৃষ্ঠা ৬
ধর্ম ও সংস্কৃতি পৃষ্ঠা ৭
বিশ্বকাপ ও ছন্দা গায়েনকে নিয়ে অন্যস্বাদের লেখা পৃষ্ঠা ৮

গবেষণা'য় লক্ষ্য উচ্চমাধ্যমিকে চতুর্থ সরিষার সৌম্যদীপের

মেহবুব গাজী

ডায়মন্ড হারবার: এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে চতুর্থ হয়েছে ডায়মন্ড হারবারের সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দিরের ছাত্র সৌম্যদীপ সরকার। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৩। ডায়মন্ড হারবার পুরসবার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর

হাজিপুরের বাসিন্দা সৌম্যদীপ। সৌম্যদীপের বাবা তরুণ সরকার ও মা শিখা সরকার শিক্ষকতা করেন। প্রথম শ্রেণি থেকে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। ভবিষ্যতে রসায়ন নিয়ে গবেষণা করতে চায় সে। নিয়মিত সাত থেকে আট ঘণ্টা পড়তে সে। মাধ্যমিকেও রাজ্যের মধ্যে সপ্তম হয়েছিল সে। এদিন সকাল থেকে টিভির পর্দায় চোখ রেখেছিল। চতুর্থ হওয়ার সংবাদটা শুনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন বাড়ির সকলে। সে বলে, রেজাল্ট ভাল হবে নিশ্চিত ছিলাম, তবে চতুর্থ হব ভাবিনি। বাবা, দাদা ও স্কুলের শিক্ষকদের জন্যই এই সাফল্য এসেছে। শুধু পাঠ্যবই নয়, গোয়েন্দা গল্পেরও পোকা সৌম্য। অবসর সময়ে ব্যাট হাতে পাড়ার মাঠে নেমে পড়ে কোহলীর ফ্যান এই মেধাবী ছাত্র। আপাতত সন্ধ্যায় নাইট রাইডার্সের খেলা থাকলেই টিভির সামনে থেকে তাকে নড়ানো যায় না। তার একটা শখ আছে, যা এই বয়সী ছেলেদের মধ্যে একদমই ব্যতিক্রম। মাঝেমধ্যেই বাড়ির রান্নাঘরে বিভিন্ন রেসিপি'র এক্সপেরিমেন্ট করে খাওয়ায় মেরিন ইঞ্জিনিয়র দাদা আর স্কুল পড়ুয়া বোনকে। রাজনীতির সমস্ত খোঁজখবর রাখলেও রাজনীতি নিয়ে সৌম্যদীপের মুখ থেকে কোনও কথা বের করা গেল না।

দল বদলায় কিন্তু সাঁকো বদলায় না

বাপন মণ্ডল • পাথরপ্রতিমা

দুটি গ্রামের মাঝ বরাবর বয়ে গিয়েছে কালনাগিনী খাল। প্রতিদিন খালের দু'পারের দুটি হাইস্কুলের কয়েকশো ছোট ছোট ছেলেমেয়ের প্রাত্যহিক যাতায়াত, সঙ্গে সাইকেল কাঁধে নিত্যযাত্রী থেকে কোলে ছোট্ট শিশু ও মালপত্র নিয়ে মহিলাসহ অফিস যাত্রী প্রত্যেকের একটিই বাধ্যতামূলক যাত্রাপথ দীর্ঘ বছরের তৈরি একটি বাঁশের সাঁকো। জীর্ণ ঝরঝরে ভগ্ন প্রায়।

পাথরপ্রতিমা ব্লকের দুটি গ্রাম গোপালনগর ও রাধাকৃষ্ণপুর-এর মুল যোগাযোগ মাধ্যম প্রায় ১২০ ফুট দৈর্ঘের এই ভগ্নপ্রায় বাঁশের সাঁকোটি যার ওপর নির্ভরশীল দুটি গ্রামের সঙ্গে অন্যান্য গ্রামের মানুষজন, কারণ, এই পথ দিয়ে কাকদ্বীপ পৌঁছতে যেখানে ১১ কিলোমিটার রাস্তা পেরতে হয় সেখানে রাসমোড় হয়ে যেতে গেলে এই পথটাই বেড়ে যায় ৪ কিলোমিটার। এই সুবিধার কথা ভেবেই দুই গ্রামের মানুষরাই উদ্যোগী হয়েছিল সাঁকোটি নির্মাণে। নির্লিপ্ত প্রশাসন তখনও চোখবুজে ছিল, আজও সাঁকোর এই দশাতেও তারা সমানভাবে নির্বিকার।

গোপালনগর গ্রামের বাসিন্দা বাপ্পাদিত্য মাইতি জানান, 'গ্রামে মানুষদের পড়াশোনার একমাত্র উপায় মিলন বিদ্যাপিঠ। আমার ছেলে ও মেয়ে দু'জনেই ওই স্কুলে পড়ে। স্কুলে যাওয়ার একমাত্র পথ এই ভাঙাচোরা সাঁকো। এই সাঁকো ভেঙেই আমার ছেলেটা স্কুলে যেতে গিয়ে খালে পড়ে যায়। হাতে, পায়ে মাথায় বড়রকমের চোট পায়। ভাগ্য ভাল দুর্ঘটনায় ছেলেটা বেঁচে গিয়েছে।' সাঁকোর প্রকৃত রূপ স্পষ্ট। এভাবেই প্রতিদিন বাবা মায়েরা দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতিদিন নিজেদের ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্য স্কুলে পাঠায়।

রাধাকৃষ্ণপুরের বাসিন্দা মালতি দাস বলেন 'ত্রিশ বছরে শুধু পঞ্চায়েত অফিসে দলই বদলে গেল, আমাদের ভাগ্য আর বদলালো না। আমরা বহুবার পঞ্চায়েত অফিসে অভিযোগ জানিয়েছি, বিধায়ককেও বার বার অনুরোধ করেছি সাঁকোটা মেরামত করার জন্য। সেচ দফতর থেকে মাপজোকও করে গিয়েছে। কিন্তু বছরের পর বছর ঘুরে গিয়েছে কোনও কাজই হয়নি।' খাল সংলগ্ন গ্রামগুলির পঞ্চায়েত প্রধান সুভাষ পুরকাইত অতি অবলিলায় প্রথমে নিজের দায়িত্বের কথা অস্বীকার করেন এবং তার দায়িত্বে থাকা অতগুলি মানুষের প্রাণের দায়িত্ব থেকেও নিজেকে দায়মুক্ত করতে চান এই বলে 'আমাদের পঞ্চায়েতে এত আর্থিক অবস্থা নেই যে অতবড়ো সাঁকোটা মেরামত করা যাবে। আমি এলাকার বিধায়ক ও সাংসদকে জানিয়েছি দেখা যাক তারা কি করে।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের কৃষি ও সেচের কর্মাধ্যক্ষ শাজাহান মোল্লা জানান, 'ওই গ্রামের মানুষরা আমার কাছে লিখিত দরখাস্ত দিলে আমি তা স্থায়ী কমিটিতে পাশ করিয়ে কাঠের সাঁকো বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।'

এরপর পাঁচের পাতায়

টাকা নেই তাই মরলেও ক্ষতি নেই

ছবিঃ অন্বেষা রায়

ক্যানিং পৌরসভার অনুমোদন ৮ বছর ধরে হিমঘরে পড়ে আছে

বিশ্বজিৎ পাল • ক্যানিং

সুকুমার রায়ের লেখা ছিল রুমাল হয়ে গেল বিড়াল-এর বাস্তব সাক্ষী ক্যানিংয়ের প্রবীণ নাগরিকেরা। দেড়শো বছর আগে ১৮৬২ সালে রানি ভিক্টোরিয়ার আমলে 'গেটওয়ে অফ সুন্দরবন' ক্যানিং-এ গঠিত হয়েছিল পৌরসভা। উদ্দেশ্য ছিল বনের প্রান্তে কেনিয়ার নাইরোবির মতো সুন্দর একটি শহর যেখানে গড়ে উঠবে জাহাজ মেরামতি শিল্প। পৌরসভার দায়িত্বে ছিলেন বাবু রামগোপাল ঘোষ। অথচ স্বাধীনতার পর পৌরসভা হয়ে গেল পঞ্চায়েত। ১৯৯২-৯৩ সালে তৈরি হয় ক্যানিং মহকুমা। বর্তমান ক্যানিং থানার মাতলা ১, ২, দিঘির পাড় অঞ্চলগুলি নিয়ে পৌরসভা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তৎকালীন মহকুমা শাসক রামকৃষ্ণ মণ্ডলের উদ্যোগে। এই নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ও বিভাগীয় দফতরের আধিকারিকদের বৈঠকও হয়। শেষ অবধি পঞ্চায়েত অঞ্চলের ১৪টি আসন নিয়ে ক্যানিং পৌরসভা গঠনে কাগজপত্র পাঠানো হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। ২০০৬ সালে বিধানসভা বাজেটে ক্যানিং পৌরসভা গঠনের কথা ঘোষিতও হয়। তাতে সম্মতি দেন তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। কিন্তু ২০১১'র সরকার পরিবর্তনের পরেও এ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। মাতলা ১ ও ২, দিঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের বসবাস। এ বিষয়ে স্থানীয় বিজেপি ও ফরোয়ার্ড ব্লক দলের পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। বিজেপি'র ক্যানিং মণ্ডল কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস চ্যাটার্জি জানালেন, শাসক দলের বেশকিছু নেতার স্বার্থসিদ্ধির কারণে তাঁরা এই পৌরসভা চালু হতে দিচ্ছেন না।

১৮৬২ সালে ক্যানিং-এ গঠিত হয়েছিল পৌরসভা। অথচ স্বাধীনতার পর পৌরসভা হয়ে গেল পঞ্চায়েত।

জয়নগরের প্রাক্তন সাংসদ এসইউসি দলের নেতা ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, সাংসদ থাকাকালীন এবিষয়ে তিনি রাজ্যের পৌরমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। তাঁদের দলও এই ইস্যুতে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে চায়।

সর্প বন্ধুকেই মারা যেতে হল সাপের কামড়ে

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা:গত ১৮ মে একটি বিষাক্ত কেউটে সাপকে উদ্ধার করে সুন্দরবনের সজনেখালিতে বনদফতরের অরণ্যে ছাড়তে গিয়ে সাপের ছোবল খান বাসন্তীর গদখালির বাসিন্দা জয়দেব মণ্ডল। তারপর নিজেই গোসাবা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসে কি ওষুধ দিতে হবে ডাক্তারকে বলেন। কিন্তু ঠিক সময়ে ওই ওষুধ দিয়ে তার চিকিৎসা না হওয়ায়, জয়দেব মণ্ডল মারা যান। জয়দেব মণ্ডল দীর্ঘদিন সাপ নিয়ে কাজ করেন। এর আগেও প্রায় ১০০ সাপকে উদ্ধার করে প্রকৃতির কোলে ছেড়ে দিয়েছেন।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

এরপর পাঁচের পাতায়

শিল্প ও শ্রম দফতরের ব্যর্থতা, হতাশায় ডুবছে বাংলার যুব সমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সরকারি দফতরগুলিতে লক্ষ লক্ষ পদ খালি, তার উপর অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়োগ। অন্যদিকে নতুন কোনও উল্লেখযোগ্য শিল্পের দেখা নেই, উপরন্তু একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে বেকার হয়ে পড়ছেন আরও মানুষ যার কোনও সুরাহা করতে পারছে না শ্রম দফতর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রশাসনিক মূল্যায়নে চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করছেন এই ব্যর্থতা। প্রথমে শিল্প দফতরের মন্ত্রী বদল করেছেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে হচ্ছে না দেখে ফিকির প্রাক্তন কর্ণধার রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র'র কাঁধে সে ভার চাপিয়েছেন। এরপর দু-চারবার শিল্পপতিদের ডেকে আলোচনা-খানাপিনা হয়েছে বটে, কিন্তু তেমন কোনও আশা দেখা যাচ্ছে না। আবার সাম্প্রতিক মূল্যায়নে শ্রম দফতরও ব্যর্থতার দায়ে চিহ্নিত হয়েছে। হবারই কথা। ডানলপ নিয়ে টালবাহানা চলছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জুট মিলগুলো। ঝাঁপ বন্ধ করেছে হিন্দ মোটরও। কিন্তু কোনও সুরাহা নেই। হিন্দ মোটর কর্তৃপক্ষ তো শ্রম আধিকারিকের ডাকা বৈঠকেও না আসার সাহস দেখিয়েছেন। চরম হতাশাজনক অবস্থা। এই অবস্থা থেকে বেরোবার পথ খুঁজতে দিশাহারা রাজ্য সরকার।

াথচ ক্ষমতায় আসার সময় বেশ আশা জাগিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবার ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। তৈরি করেছিলেন এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক। পিএসসির উপর আস্থা না রেখে তৈরি করেছেন নতুন পদ্ধতি। শিক্ষা ক্ষেত্রে ও পুলিশ প্রশাসন ছাড়া তেমন কোনও স্থায়ী নিয়োগ হয়নি নতুন সরকারের তিন বছরে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিয়োগ হয়েছে যৎসামান্য আর্থিক চুক্তিতে। তবে এ সবটাই হয়েছে সরকারি ক্ষেত্রে। কিন্তু এখনও বহু পদ খালি পড়ে আছে যার অবলুপ্তিও ঘটছে না বা পূরণও হচ্ছে না। সরকারি অফিসগুলি খাঁ খাঁ করছে, পরিষেবা পেতে গিয়ে হয়রান হচ্ছেন মানুষ। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলেই নেমে আসছে ইদানিং উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বলতে শুরু

এরপর পাঁচের পাতায়

জরুরী রদবদলে মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপি'র উত্থান জনিত কারণেই লোকসভা নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েও খুশি হতে পারছিলেন না মমতা। তাই প্রশাসনে গতি আনার লক্ষ্যে ও দলের বিশুদ্ধিকরণের জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিলেন তিনি। বেশকয়েকজন জেলা সভাধিপতি পরিবর্তিত হলেন। কলকাতায় আগামী পুরনির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হল যার সদস্য পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভন চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল শুভেন্দু অধিকারীকে। তাঁর বদলে দায়িত্বে এলেন সৌমিত্র খাঁ।

থানায় বিজেপি'র ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ৬ দফা দাবিতে বিজেপি'র ক্যানিং মণ্ডল কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস চ্যাটার্জি কয়েক'শ সমর্থক নিয়ে একটি ডেপুটেশন তুলে দেন ক্যানিং থানার আধিকারিক সতিনাথ চট্টোরাজের হাতে।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.32, 31 May-6 June, 2014, Page-2

অর্থনীতি

মোদির উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তব না হলে বাজারে ধস নামবে

অনিমেষ সাহা

এই নিয়মটা হয়ত শেয়ার বাজারেই খাটে। গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেল। এই ২৫,০০০'র কাছে পৌঁছে যাওয়া সেনসেক্স আর ৭,৬০০ ছুঁয়ে নিফটি বুঝিয়ে দিতে চাইছে 'ভাল দিন এসে গিয়েছে' (ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদির উক্তি)। আর সত্যি ভাল দিন এসে গিয়েছে কিনা সেটা নির্ভর করে যে তথ্যগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছাচ্ছে। আপাতত শেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী শিল্পে বৃদ্ধির হার ভাল নয়। মূল্যবৃদ্ধি আবার হয়ত জেগে ওঠার চেষ্টা করছে। মনে হয় ভারতের স্বাভাবিক বৃষ্টিটা একটু মার খাবে এল নিনোর জন্য। তাই কৃষিক্ষেত্রে একটু দুর্বল হবে। তার প্রভাব পড়বে মূল্যবৃদ্ধিতে।

তবে উন্নয়নের কাণ্ডারী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, তিনি দেশের শিল্প, পরিকাঠামো, কৃষিতে বিপ্লব আনবেন। আর তার ওপর ভর করে পেয়েছেন জনাদেশ। সেই ম্যাজিক সংখ্যাটা অবশ্য সবার কাছে থাকে না। যা দেশের রাজনীতির পক্ষে সুস্থিতি এনে দেবে। আবার এই এনে দেওয়া আর হয়ে যাওয়ার মধ্যে এটা পার্থক্য রয়েছে। ভারতের মতো বিপুল দেশে সেই পার্থক্যটা কমিয়ে নিয়ে আসা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেখালে মনে হয় শেয়ার বাজার এটা বিশ্বাস করেনি। ভাবছে যে এই সমস্ত পার্থক্য মুছে গিয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে। অবশ্য বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাজই তাই। বাজারকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে প্রচুর মুনাফা নিয়ে ফিরে যাওয়া। তাই তলানিতে ঠেকে যাওয়া শেয়ারের দাম তিন চার গুণ হয়ে গিয়েছে। ২০০৮-এও এমনভাবেই বাজার ওপরে পৌঁছে ধরাশায়ী হয়ে যায়।

তবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলো এতদিন ধরে পিছিয়ে রয়েছে, সেগুলো রাতারাতি পরিবর্তিত হবে না। এক তথ্যে উঠে এসেছে যে ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বিগত নয় বছরের সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছেছে। বিগত অর্থমন্ত্রী পি. চিদাম্বরমের সঙ্গে ১৯টি সরকারি ব্যাঙ্কের প্রধানের এক বৈঠক হয়। তাতে যে বিষয়গুলো এই অনাদায়ী ঋণের বেড়ে যাওয়ার জন্য দায়ী করা হয়েছে, তা হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, রফতানির পরিমাণ কমে যাওয়া, টেক্সটাইল এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে রফতানি কম হওয়া। এই সবই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়াও বহু খনি প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়া, বা আকরিকের দামে উত্থান, পতন এবং ব্যাঙ্কগুলো প্রচণ্ড বেশি ঋণ না বিবেচনা করে দিয়ে দেওয়া সামগ্রিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তবে এই সমস্ত কিছুকেই অগ্রাহ্য করে ব্যাঙ্কের শেয়ারের দাম বেড়েছে।

ভোটের ফলাফলের দিনই সরকারি ক্ষেত্রে শেয়ারগুলো বাড়তে শুরু করে। তবে কি বিলগ্নীকরণের কোনও গল্প আগামী দিনে আসতে শুরু করবে।

তাই কোথায় যেন মনে হচ্ছে সমস্যা সমাধানের আগেই কাজ হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে কোম্পানিগুলো সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলা হয়েছিল তারাই এখন তাদের স্বাভাবিক অবস্থার থেকে উঁচু দামের দিক দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

তাছাড়া দেখা যাচ্ছে ভোটের ফলাফলের দিনই সরকারি ক্ষেত্রে শেয়ারগুলো বাড়তে শুরু করে। তবে কি বিলগ্নীকরণের কোনও গল্প আগামী দিনে আসতে শুরু করবে। সেটা অবশ্য সময়ই বলবে। কারণ, কোনও কিছুই তার অবস্থার তুলনায় বেমানান হলে প্রশ্ন তো উঠবেই। শেয়ার বাজারের প্রতিক্রিয়াও তাই বলে মনে হচ্ছে।

মোদি ফ্যাক্টর যে বাজারে কাজ করছে তা হয় বিনিয়োগকারীদের জন্য ভাল, কিন্তু যে উন্নয়নের কথা তিনি বলছেন, তা যদি বাস্তবে না হয়, তবে যে প্রত্যাশার ফানুশ ফুটো হয়ে যাবে। আর বাজারে ধস নামবে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অবশ্য এর মধ্যেই অনেক বিশেষজ্ঞ বলে গিয়েছেন, 'এটা সমস্ত বুল মার্কেটের মাতৃসম'। 'বুল'-র অর্থ ষাঁড় বা উঠতি বাজারের প্রতীক এবং এবার যা হচ্ছে তা বিগত দিনের সমস্ত 'বুল বাজারের' থেকে বৃহৎ। অবশ্যই তাই। কিন্তু তা প্রত্যাশার ফানুশ। অর্থাৎ গাছে কাঠাল, গোঁফে তেল। সেটা অবশ্য বোঝা যাবে আগামী সরকারের কাজ শুরু হবার পর। অবশ্য তার জন্য ছয় মাসের মধুচন্দ্রিমা পার করতে হবে। ততদিনে যদি বিদেশি বিনিয়োগ শুকিয়ে যায়, তবে আবার অসুবিধায় পড়বেন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। তাই বাস্তবের সঙ্গে তাল রেখে বিনিয়োগ করা উচিত। আর সেটাই হবে যথাযথ বিনিয়োগ এবং শেয়ারের যথার্থ মূল্য।

কাজের খবর

বিজ্ঞানে উচ্চমাধ্যমিকদের জন্য নৌবাহিনীতে নিয়োগ

শুধু অবিবাহিত ছেলেদের জন্য

যোগ্যতা: অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা সঙ্গে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রসায়ন অথবা জীববিদ্যা বা কম্পিউটর সায়েন্স নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক। জন্ম হতে হবে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ থেকে ৩১ জানুয়ারি ১৯৯৮'র মধ্যে। উচ্চতা ১৫৭ সেমি., বয়স উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি চশমা ছাড়া ভাল চোখে ৬/৬ চশমা থাকলে ৬/৯।

পরীক্ষাপদ্ধতি: প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক মাপজোক যাচাই ও মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় ইংরেজি, বিজ্ঞান, অংক ও জেনারেল নলেজের উচ্চমাধ্যমিক মানের অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন। সময় ১ ঘণ্টা।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে দেড় কিলোমিটার দৌড়, ২০ বার ওঠবোস ও ১০টি পুসআপ।

বেতন: ২২ সপ্তাহের ট্রেনিং-এর সময় স্টাইপেন্ড বাবদ ৫,৭০০ টাকা পাওয়া যাবে। নিয়োগের পর বেতনক্রম ৫,২০০-২০,০০০। গ্রেড পে ২০০০ টাকা ও মিলিটারি সার্ভিস পে ২০০০ টাকা।

দরখাস্ত পদ্ধতি: www.nousena_bharti.nic.in ওয়েবসাইট থেকে দরখাস্ত পূরণ করে যথাযথভাবে সাবমিট করুন। দরখাস্তের দু'কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নেবেন। এককপি নিজের কাছে রাখবেন, অপর কপিটির নির্দিষ্ট জায়গায় একটি পাসপোর্ট মাপের ছবি ও শংসাপত্রের অ্যাটেস্টেড জেরক্স কপি এবং নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও দশ টাকার স্ট্যাম্প লাগানো ২২/১০ মাপের একটি খাম দিয়ে সমস্ত কাগজপত্র একটি খামে ভরে পাঠাবেন এই ঠিকানায় – পোস্ট বক্স নম্বর ০২, লোদি রোড, নিউ দিল্লি-১১০০০৩। খামের উপর লিখবেন – অনলাইন এসএসআর অ্যাপ্লিকেশন ০১ব১৫ ব্যাচ এবং ১০ঔ২-(শূন্যস্থান)। এই স্থানে উচ্চমাধ্যমিকের প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা নম্বর লিখবেন। দরখাস্ত পাঠানোর শেষ তারিখ ১৬ জুন।

সাধারণ গ্র্যাজুয়েট, বিজ্ঞানে উচ্চমাধ্যমিক ও বিটেকদের নিয়োগ উপকূল রক্ষীবাহিনীতে

তরুণ-তরুণী উভয়দের জন্য

জেনারেল ডিউটি: ষাট শতাংশ নম্বরসহ যে কোনও শাখায় যাদের উচ্চমাধ্যমিকের অংক ও পদার্থবিদ্যা ছিল তাঁরা আবেদন করতে পারেন। জন্মতারিখ হতে হবে ১ জুলাই ১৯৯০ থেকে ৩০ জুন ১৯৯৪'র মধ্যে।

জেনারেল ডিউটি (পাইলট, নেভিগেটর): যে কোনও শাখার স্নাতক স্তরে ফার্স্ট ক্লাস এবং অবশ্যই উচ্চমাধ্যমিকে অংক ও পদার্থবিদ্যা থাকা চাই। জন্মতারিখ হতে হবে ১ জুলাই ১৯৯০ থেকে ৩০ জুন ১৯৯৬'র মধ্যে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট (পাইলট): উচ্চমাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন, তবে প্রার্থীর কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স থাকতে হবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট (টেকনিক্যাল): যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ারি শাখার ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল, ন্যাভাল আর্কিটেকচার, মেরিন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন, অটোমোটিভ, ডিজাইন, মেটালার্জি, মেকাট্রনিক্স, অ্যারোনটিক্যাল, অ্যারো-স্পেস এবং ইলেক্ট্রিক্যাল শাখার ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টেলিকমিউনিকেশন, ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স, ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং – যে কোনও শাখায় বিটেক অথবা এএমআইই। জন্মতারিখ ১ জুলাই ১৯৯০ থেকে ৩০ জুন ১৯৯৪'র মধ্যে। দৈহিক মাপজোক ও দৃষ্টিশক্তি সামরিক নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত।

আবেদন পদ্ধতি: www.joinindian-coastguard.gov.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৬ মে থেকে ৫ জুন পর্যন্ত। যথাযথভাবে ফর্ম পূরণ করে সাবমিট করুন। সাবমিটের পর অ্যাপ্লিকেশন নম্বর পাওয়া যাবে। পূরণ করা দরখাস্তের ২ কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নিন। এই দু'টি প্রিন্ট আউটের নির্দিষ্ট জায়গায় ফটো সেঁটে সই করবেন। দু'টি কপিই পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। একটি প্রিন্ট আউটের সঙ্গে যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অ্যাটেস্টেড কপি গেঁথে দেবেন, অপর প্রিন্ট আউটটি নিজের কাছে রাখবেন।

ক্লাস এইট ও মাধ্যমিকদের জন্য হোটেল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং

তারাতলার ইন্সটিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট-ক্যাটারিং টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড নিউট্রেশনের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৮ সপ্তাহ ব্যাপী ৪টি কোর্সে। কোর্সগুলি হল – ফুড অ্যান্ড ডেভারেজ সার্ভিস, ফুড প্রোডাকশন, বেকারি অ্যান্ড কনফেকশনারি, হাউসকিপিং।

স্টাইপেন্ড: ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস ও হাউসকিপিং কোর্সের ক্ষেত্রে মাসিক ১,৫০০ টাকা এবং ফুড প্রোডাকশন ও বেকারি অ্যান্ড কনফেকশনারি কোর্সের ক্ষেত্রে ২,০০০ টাকা।

আগে এলে আগের ভিত্তিতে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যেমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। সংস্থার অফিস থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে কেবলমাত্র কাজের দিন বেলা ১০টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত। অফিসের ঠিকানা – পি-১৬, তারাতলা রোড, কলকাতা ৭০০ ০৮৮। আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে পারেন www.ihmkolkata.org ওয়েবসাইট থেকে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন: ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো, বয়সের প্রমাণপত্রের নকল, শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিপত্রের নকল।

আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার কোনও শেষ তারিখ নেই। আগে এলে আগের ভিত্তিতে ফর্ম দেওয়া হবে। আগ্রহীরা শীঘ্র আবেদন করুন।

রামকৃষ্ণ মিশনে বৃত্তিমূলক কোর্স

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং, আইটিআই ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংসদ কর্তৃক স্বীকৃত উচ্চমাধ্যমিক বৃত্তিমূলক শাখায় ভর্তি নেবে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন। ট্রেডগুলি হল – ফিটার, টার্নার, ইলেক্ট্রিশিয়ন, ওয়েলডার, ইলেক্ট্রিক্যাল ও কম্পিউটর সায়েন্স। ওয়েবসাইট দেখুন – www.itirkmbelur.ac.in হাতে হাতে ফর্ম নিতে পারেন এই ঠিকানায় – রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পায়তন, প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটউট, পোস্ট – বেলুড়মঠ, হাওড়া-৭১১২০২।

গ্রামের ব্লকস্তর থেকে কর্পোরেট হাউস সর্বত্র গুরুত্ব বাড়ছে পশু চিকিৎসকদের

বর্তমানে ভারী শিল্প এবং সফটওয়্যার-হার্ডওয়্যারের পাশাপাশি কৃষিজাত শিল্প, ডেয়ারি এবং পশু চিকিৎসকদের গুরুত্ব দারুণভাবে বেড়েছে। উচ্চমাধ্যমিকে জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন নিয়ে পাশ করলেই পশু চিকিৎসা (ভেটেরিনারি ডাক্তারি)র পাঠ্যক্রমে আবেদন করতে পারবেন। বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিকে সাধারণত ৫০ শতাংশ নম্বর পেলেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসা যায়। প্রত্যেক বছর রাজ্য সরকার থেকে বেশকিছু পরিমাণে পশু চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়। কারণ, প্রত্যেক ব্লকেই এখন থাকেন একজন ভেটেরিনারি সার্জেন। ডেয়ারি, পিগারি, গোটারি (ছাগল চাষ), পোল্ট্রি শিল্পে প্রয়োজন হয় এই চিকিৎসকদের। ঘোড় দৌড়ের সঙ্গে যুক্ত রেস ক্লাব, সেনাবাহিনী ও পুলিশেও নিয়োগ করা হয় এই পেশাদারদের। বর্তমানে ফরেস্ট সার্ভিসে নিয়মিত চাকরি দেওয়া হচ্ছে পশু চিকিৎসকদের। এমনকী ডিসকভারি-অ্যানিম্যান প্ল্যানেট চ্যানেলেও নিয়োগ করা হচ্ছে এঁদের। বিদেশি ভাষা জানলে এবং ভাল বলিয়ে-কইয়ে হলে পশুর ডাক্তার হয়েও সুযোগ পেতে পারেন এইসব চ্যানেলের সঞ্চালকের কাজে।

পড়াশোনা

ভারতের ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাচেলার অফ ভেটেরিনারি সায়েন্স কোর্সে ভর্তি নেওয়া হয় সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্টার্ন্স-এর মাধ্যমে।

সেখানে ৩ ঘণ্টার পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজির ওপর। ২০০টি অবজেকটিভ প্রশ্ন থাকে। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের বেলগাছিয়ার ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ফিসারি সায়েন্সেও পড়তে পারেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে। এখানে জীববিদ্যায় থাকে ১০০ নম্বর। আর পদার্থবিদ্যা-রসায়নে থাকে ১০০ নম্বর। সময় ২ ঘণ্টা করে ৪ ঘণ্টা। বিশদ তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট দেখুন – http://vciaipvt-2014.in এবং www.wbgeeb.in.

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩১মে-৬ জুন,২০১৪

মেষ: নতুনের সন্ধান পাবেন। সপ্তাহের শেষে স্নেহপ্রীতিতে জড়িয়ে পড়তে পারেন। তবে নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মাধ্যমে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। ভ্রমণ যোগ আছে।

বৃষ: শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। আর্থিক বিষয়ে উন্নতি হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় খুব বেশি উন্নতি বলা যায় না। কর্মস্থলে পূর্বপেক্ষা কিছুটা উন্নতি হতে পারে। মাতার স্বাস্থ্যহানির জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবেন।

মিথুন: দম্ভকে পরিত্যাগ করে এগিয়ে চলুন। সাফল্যের ক্ষেত্র বেশ কিছুটা প্রশস্ত হবে। যারা আইন আদালত নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন তাদের সাফল্য আসবে। ভাল কাজে ব্যয় বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। বিবিধ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগে ভাল ফল পাবেন।

কর্কট: এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রটি সামান্য বিঘ্নিত হলেও সাফল্যের যোগ রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে ও সাফল্য লাভ করবেন। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে সম্পর্কে নতুন যোগাযোগ রয়েছে। স্থান পরিবর্তনে ভাল ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসায় আয় বৃদ্ধি পাবে।

সিংহ: বেকারত্বের অবসান হবে। আয় আগের অপেক্ষা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। কোনওরকম গোলমালের মধ্যে থাকতে চাইবেন না। ইচ্ছা পূরণের পথে সাফল্যের যোগ রয়েছে। ভ্রমণ হওয়া সম্ভব। কর্মক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি বা সুনাম ও প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন। গলদেশে পীড়া।

কন্যা: সাংসারিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে একাধিক গোলযোগ লক্ষিত হবে। দৈব-দুর্ঘটনার হাত থেকে সামান্যর জন্য রক্ষা পাবেন। নাড়ীঘটিত পীড়ার যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভফল পাওয়া যাবে। সুনাম অর্জনের কারকতা বিদ্যমান। শিক্ষায় শুভফল পাবেন।

তুলা: দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে অনেকটা রেহাই পেতে পারেন। বিবাহিত জীবনে সুখ ও শান্তির ক্ষেত্রে বাধা আসবে। শিরঃপীড়া বা বুদ্ধির দোষে ক্ষতি হওয়া সম্ভব। শিক্ষা ক্ষেত্রের সাফল্যের যোগ রয়েছে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য লাভের কারকতা বিদ্যমান।

বৃশ্চিক: কারণে-অকারণে হঠাৎ হঠাৎ বিপর্যয় এসে পড়ে ক্ষতি হয়ে যাবে। বাত রোগীরা রোগের জ্বালায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে না। ব্যবসায় অর্থক্ষতির যোগ রয়েছে। শত্রুরা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ক্ষতি করতে পারে। সাবধানে থাকবেন।

ধনু: মনের মধ্যে অনেক সংশয় অনেক আতঙ্ক প্রভৃতি লক্ষিত হবে। সমস্যার সমাধান চেষ্টা করেনও লাভবান হবেন না। শিল্প বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুনাম ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। নতুন কোনও ব্যবসায় নিযুক্ত হলে লাভবান হতে পারেন।

মকর: লোভের বশবর্তী হয়ে কোনও কাজ করতে যাবেন না। আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে তথা ঘুষ দেওয়া ও নেওয়ার বিষয়ে সাবধান থাকবেন। পদমর্যাদার রদবদল হওয়া সম্ভব। শিক্ষায় সাফলের যোগ রয়েছে।

কুম্ভ: বহুবিধ সুযোগ আসবে। সময় বুঝে কাজ করতে পারলে লাভবান হবেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে পারবেন। নতুন গৃহ নির্মাণ ও গৃহ প্রবেশের ক্ষেত্রে শুভ ফল পাওয়া যাবে।

মীন: আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে একাধিক সুযোগের সম্মুখীন হবেন। গবেষণামূলক প্রবন্ধ বা রচনার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবেন। যানবাহন বা গৃহ-ভূমি সম্পর্কে শুভযোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় শুভফল পাওয়া যাবে।

সুন্দরবনে মৌ দিগন্তে সূর্যোদয় ঘটাতে উদ্যোগ পর্ষদের

বিশ্বজিৎ পাল • ক্যানিং

সুন্দরবনের বনজ সম্পদের মধ্যে মধু ভাণ্ডারকে সঠিকভবে কাজে লাগিয়ে শিল্প স্থাপন করলে এই অঞ্চলের আর্থিক সামাজিক পরিকাঠামো বদলে যেতে পারে। এ ধারণা পোষণ করেন সুন্দরবন বিশেষজ্ঞরা। নামী বহুজাতিক কোম্পানিগুলিও সুন্দরবনে মধুশিল্পের উদ্যোগে সামিল হতে আগ্রহী হবে সঠিক পরিকাঠামা তৈরি করলে। এতদিন সরকার এ ব্যাপারে কোনও হেলদোলই দেখায়নি। কিন্তু সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ সম্প্রতি এখান মধু শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিভাগীয় দফতরগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত ইকো–ট্যুরিজম গড়ে তোলার পাশাপাশি এই বনজ শিল্পের উন্নতি ঘটাতে পারলে আগামী দিনে জেলার অর্থনৈতিক মানচিত্র বদলে যাবে। এই বনাঞ্চলে খলসি ফুলের মধুর খুব চাহিদা আছে। এই মধুর রং লালচে, অত্যন্ত সুগন্ধ যুক্ত। খলসি–গরান ফুলের মধু প্রথমে সংগ্রহ করা হয়। তারপর কেউরা ও গেঁয়ো ফুলের মধু সংগৃহিত হয়। একটি মৌচাকে সাধারণত ১৮–২৫ কেজি পর্যন্ত মধু পাওয়া যায়। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয় মধু সংগ্রহের কাজ। মধু সংগ্রাহক সুন্দরবনবাসীদের বলা হয় মউলি বা বাউলি। পুর্ণিমার সময় মৌচাকগুলি মধুতে টইটম্বুর হয়ে ওঠে। আর ওই সময় বাউলিরা মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ২৪ পরগনা সাউথ ডিভিশন রিজার্ভ ফরেস্ট পারমিট দেয় এপ্রিল মাস থেকে। এইসময় বাউলিরা পাশ নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে মধু সংগ্রহ করে। এই পাশ সাধারণত ১৪ দিনের জন্য। ৫ থেকে ৯ জনের দল তৈরি করে বাউলিরা মধু সংগ্রহ করে পিরখালি, ন–বাঁকি, সুধন্যখালি, ধনেখালি, বাগনাসহ বিভিন্ন জঙ্গল থেকে। বাউলি ইদ্রিস আলি জমাদার, সুপদ মণ্ডল, ভগীরথ মণ্ডল, গঙ্গা গায়েন, গুরুপদ মণ্ডল প্রমুখেরা বলেন, 'বাম সরকারের আমলে বন দফতরের থেকে ১ কেজি মধুতে ৪০–৫০ টাকা পাওয়া যেত। বর্তমান রাজ্য সরকার কেজি প্রতি ৭০–৭৫ টাকা করে দেয়। চামটা থেকে মোম বার করে সেই মোম বন দফতরকে দেওয়া হয় ১০০ টাকা প্রতি কেজি দরে। সাধারণত সময় ভাল থাকলে ৫–৭ কুইন্ট্যাল, খারাপ হলে অন্তত ২–৩ ক্যাইন্ট্যাল মধু সংগৃহীত হয়। এই সময়টা আয় ভাল হলেও বাঘ, কুমীর এবং সাপের কামড়ের আশংকা নিয়ে এই মধু সংগ্রহ করতে হয়। এই তিন মাস বাউলি'র কাজ করে বছরের বাকি সময়টা দিন মজুরী অথবা নদীতে মাছ ধরে কোনওরকমে সংসার চালাতে হয়।'

ওঁদের বক্তব্য সুন্দরবনে আধুনিক পরিকাঠামো নিয়ে সুসংগঠিত উপায়ে মধু শিল্প গড়ে উঠলে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। সারা বছর লক্ষ্যাধিক পর্যটক আসেন সুন্দরবনে। পর্যটন ব্যবস্থা সঠিকভাবে তৈরি হলে আরও পর্যটক আসবেন। এমনিতেই পর্যটকদের কাছে সুন্দরবনের মধুর একটা চাহিদা আছে।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডাইরেক্টর কিশোর মানকাড় জানালেন, মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘ, কুমীর, সাপের কামড়ে মৃত্যু হলে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। বাঘের আক্রমণে আহত হবে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় বিনামূল্যে। প্রত্যেকের জীবনবীমাও করে দেওয়া হয়। ওয়েস্টবেঙ্গল ফরেস্ট ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের আধিকারিক স্বপন বর্ধন বলেন, গতবছর প্রায় ৩৮–৩৯ হাজার কেজি মধু সংগ্রহ করা হয়েছে। এই মধু ফিল্টার করে 'মৌবন হানি' নামে ২৫০ ও ৫০০ গ্রামের শিশি বাজারে ছাড়া হয়। ২৫০ গ্রামের দাম ভ্যাট নিয়ে ৬৬ টাকা, ৫০০ গ্রামের দাম ভ্যাট নিয়ে ১১১ টাকা। রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, আগামী দিনে মধু শিল্পের উন্নতি করে কীভাবে জেলার উন্নয়ন করা যায় তা নিয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ বিপুল উদ্যমে কাজ শুরু করেছে।

শয়ে–শয়ে বামপন্থীদের বিজেপিতে যোগদান চলছেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ২৭ মে সকালে ক্যানিং রেলওয়ে মার্কেটে বিজেপি কর্মীদের বিজয় উৎসবের মধ্যেই ক্যানিং ব্লকের হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েতের সিপিএম কর্মী আরজেদ মোল্লা, সইফুল মোল্লা, আলেম ঘরানির নেতৃত্বে ৬০ জন, গোপালপুর পঞ্চায়েতের সিপিএম কর্মী আবুল হোসেন সেখ, পিয়ার আলি মাল্লা, সোলেমান মোল্লা, আবু কালাম মণ্ডলের নেতৃত্বে ২০০ জন, ইঁটখোলা পঞ্চায়েতের সিপিএম কর্মী জাহাঙ্গীর মণ্ডল, আয়নাল সর্দার, সৈকত জমাদার নেতৃত্বে ২০ কর্মী সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করেন। এইদিন সকাল সাড়ে ৮টায় ক্যানিং–১ মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে ৩ হাজার বিজেপি কর্মী সমর্থক সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে লাড্ডু বিতরণ করে শুভেচ্ছা জানান নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের উপলক্ষে। কয়েকশো মহিলা শঙ্খ ধ্বনি ও পুষ্প বৃষ্টি করেন পথচলতি মানুষের উদ্দেশে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জেলা(পূর্ব) সহসভাপতি সুকুমার মণ্ডল, ক্যানিং মণ্ডল কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস চ্যাটার্জি, মহকুমা পর্যবেক্ষক কৃষ্ণপদ দেবনাথ, বিজেপি যুবমোর্চা সম্পাদক রমেন মণ্ডল প্রমুখ। রেলওয়ে মার্কেটে মিছিল শেষ হওয়ার পর বামপন্থীদের হাতে বিজেপি'র দলীয় পতাকা তুলে দেন তাপস চ্যাটার্জি ও কৃষ্ণপদ দেবনাথ।

আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ সম্মানিত

কুনাল মালিক • কলকাতা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষকে খড়গপুরের আইআইটি স্বর্ণ নির্মিত মডেল দিয়ে গত ২১ এপ্রিল সম্মানিত করল। কানাডার আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সুদৃশ্য একটি প্ল্যাটিনাম নির্মিত কলম প্রদান করেন।

গত ২০ ও ২১ এপ্রিল খড়গপুর এবং বজবজে কোমাগাটামারুর ঘটনার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করে আইআইটি। সহযোগিতায় ছিল ডিপার্টমেন্ট অব হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্স, শাস্ত্রী ইন্দো কানাডিয়ান ইনস্টিটিউ, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ। কানাডা, পাঞ্জাব, দিল্লি, কলকাতা থেকে প্রতিনিধিরা এই সেমিনারে যোগদান করেন। ১৯১৪ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর বজবজের পুরনো রেল স্টেশনের কাছে কানাডা থেকে বিতাড়িত শিখ যাত্রীদের সঙ্গে ইংরাজ সেনাবাহিনীর লড়াই হয়। বেশ কয়েকজন শিখ যাত্রী শহীদ হন। ১৯৫২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী

জওহরলাল নেহেরু ওই স্থানে কোমাগাটামারু স্মারক উদ্বোধন করেন। বজবজ স্টেশনের নাম এবছর রেল দফতর কোমাগাটামারু নামে ঘোষণা করেন। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ একটি বই লেখেন নানা তথ্য সংগ্রহ করে। বইটির নাম 'অ্যান এপিসোড অফ ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল... কামাগাটামারু' বইটি বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবী ভাষায় অনুবাদ হয়। বজবজ রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তন এবং কোমাগাটামারুর ঘটনায় নিহতদের শহীদের স্বীকৃতি আদায়ে গণেশ ঘোষের অবদান অনস্বীকার্য। খড়গপুরে গণেশ ঘোষের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী আর চক্রবর্তী, আইআইটির ডিন এস মুখার্জি এবং সেমিনারের কনভেনের অঞ্জলী গেরা রায়।

প্রসঙ্গত, গণেশ ঘোষই গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করে ছিলেন শিকাগো সম্মেলনের পর স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার মাটিতে প্রথম বজবজে পদার্পণ করেছিলেন। আগে সবাই জানত স্বামীজি খিদিরপুরে নেমেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ পরে গণেশবাবুর গবেষণাকে স্বীকৃতি দেন। প্রতিবছর বজবজ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি বিবেকানন্দ বিশেষ ট্রেন ছাড়া হয়।

জনবহুল বাখরাহাটে শৌচাগারের অভাবে দুর্গতি নিত্যযাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনার শহরতলীর বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাখরাহাট বাজার এলাকা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জনসমাগমে জমজমাট থাকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় গৃহস্থলির দ্রব্যের খুচরা ও পাইকারি বাজার থাকায় অজস্র মানুষকে এখানে আসতে হয়। তাছাড়া একাধিক স্কুল, ব্যাঙ্ক ও সরকারি দফতরের কার্যালয় বাখরাহাট এলাকায় রয়েছে। কিন্তু এই জনবহুল এলাকায় এখনও পর্যন্ত কোনও সুলভ শৌচাগার গড়ে ওঠেনি।

এর ফলে নিত্যযাত্রী মানুষদের বিশেষ করে মহিলাদের সমস্যায় পড়তে হয়। রায়পুর মোড় থেকে বাখরাহাট স্কুল পর্যন্ত রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সারিবদ্ধ ম্যাটাডোরের আড়ালে অনেককেই দেখা যায় প্রস্রাব–পায়খানা করতে। যা স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর অন্তরায়। বাখরাহাট ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটির সম্পাদককে কাজল দত্ত জানালেন, আমরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদকে এব্যাপারে জানিয়েছি। শৌচাগার করার জায়গা এবং নির্মাণ খরচের কিছুটা অর্থের ব্যবস্থা করতে বলেছে জেলা পরিষদ। বাকি অর্থ দেবে জেলা পরিষদ। ভোট প্রক্রিয়া চলার জন্য বিষয়টি আটকে ছিল। খুব শীঘ্রই আমরা এ ব্যাপারে তৎপর হব।

জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় এই প্রসঙ্গে বলেন বাখরাহাট এলাকায় সুলভ শৌচাগারের অভাব আছে একথা সত্য। এলাকার নাগরিক প্রতিষ্ঠানকর্তারা ও ব্যবসায়ী মহল সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে এলে জেলা পরিষদ এ ব্যাপারে অবশ্যই সদর্থক ভূমিকা নেবে।

ঝড়–বৃষ্টিতে ভাঙল থানার ব্যারাক

ছবি: মেহবুব গাজী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: বুধবার রাতে প্রবল ঝড়–বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলা থানার একটি অংশ। দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন ৩ পুলিশকর্মী ও এক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। প্রত্যেককে কুলপি ব্লক প্রাথমিক কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। জখম পুলিশকর্মীরা হলেন সুবীর নাথ, রবীন্দ্রনাথ রায় ও আয়েফ আলি মোল্লা। তিনজনই সাব ইন্সপেক্ট। জখম রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সামসুদ্দিন মোল্লা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঢোলা থানা চলে বাজারের ওপর একটি ভাড়া বাড়িতে। এই থানার উপরে একটি অ্যাসবেস্টারের ছাউনি দেওয়া পুলিশ ব্যারাক আছে। এদিন পুরো জেলা জুড়ে ব্যাপক ঝড়–বৃষ্টি হয়। সন্ধ্যে নাগাদ ঝড়ের দাপট বাড়ে। রাত ন'টা নাগাদ বৃষ্টির সময় ব্যারাকে আশ্রয় নিয়েছিলেন পুলিশকর্মীরা। সেইসময় থানায় উপস্থিতি ছিলেন এক পঞ্চায়েত প্রধান। থানায় কাজ নিয়ে তিনি এসেছিলেন। বৃষ্টির জন্য আটকে গিয়েছিলেন। ঝড়–বৃষ্টির মধ্যে ব্যারাকের ছাউনি উড়ে যায়। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ব্যারাকের একটি অংশ। ভেতরে থাকা পুলিশকর্মীদের অনেকেই চাপা পড়ে যায়। চাপা পড়ে যান পঞ্চায়েত প্রধানও। আটক পুলিশকর্মী ও পঞ্চায়েত প্রধানকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন পুলিশকর্মীরা। সকলকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। পরে নিয়ে যাওয়া হয় কুলপি ব্লক হাসপাতালে। জখম পুলিশকর্মীরা বলেন, 'ওই রুমটায় থানার কাজকর্ম হয়। ঝড়–বৃষ্টির সময় এক পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে কাজ করছিলাম। সেইসময় হঠাৎ করে হুড়মুড়িয়ে ছাউনি ভেঙে পড়ে। আমরা সকলে চাপা পড়ে যাই। কেউ বাঁচার জন্য টেবিলের নীচে আশ্রয় নেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা এসে আমাদের উদ্ধার করেন। বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি। এখনও আতঙ্কে ভুগছি।'

মহেশতলার বদলে কর্পোরেশনের নাম হোক বজবজ, চাইছে শাসকদলের কিছু মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা, পূজালী, বজবজ পৌরসভা এবং প্রস্তাবিত আমতলা পুরসভা এলাকা নিয়ে খুব শীঘ্রই কর্পোরেশন গঠিত হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই নাকি রাজ্য সরকারের পুরসভা বিষয়ক দফতর ক্যাবিনেট বৈঠকে এবিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনও দিয়েছে। জুলাই মাসে মহেশতলা পুরসভার নির্বাচন ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারেরর মনোভাবে স্পষ্ট হয়েছে পুজোর পরে রাজ্যে পুরভোট চাইছে সরকার। বজবজ এবং পূজালী পুরসভার মেয়াদ এখনও শেষ হতে বাকি আছে। সাতগাছিয়া বিধানসভার কয়েকটি অঞ্চল এবং বিষ্ণুপুর বিধানসভার পূর্ব বিষ্ণুপুর নিয়ে আমতলা পৌরসভা গঠিত হবে। মহেশতলা, বজবজ এবং পূজালী তিনটি পুরসভাতেই এখন তৃণমূলের বোর্ড আছে।

সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর দুটি বিধানসভাই তৃণমূলের দখলে। কর্পোরেশন গঠিত হলে নামকরণ হতে পারে মহেশতলা কর্পোরেশন। তখন অন্য পুরসভাগুলো কর্পোরেশনের অধীনে বোরো কার্যালয়ে রূপান্তরিত হবে। কর্পোরেশন দফতর মহেশতলা পৌর এলাকাতেই হবে বলে জানা যাচ্ছে।

বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেন, শুনেছি এই ধরনের একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ক্যাবিনেটেও আলোচনা হয়েছে। তবে কবে ভোট হবে সে ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই। বজবজ ১ ও ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ মিত্র বলেন, কর্পোরেশন হলে দক্ষিণ শহরতলীর চারটি পুর এলাকায় উন্নয়নে গতি আসবে। কর্পোরেশনের মেয়রের অধীনে চারজন বোরো চেয়ারম্যান থাকবেন।

প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই রাজ্য সরকার আমতলায় পৃথক পৌরসভা গড়ে চারটি পৌর এলাকা নিয়ে কর্পোরেশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

তবে অন্য এক সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, শাসক দলের অনেক নেতা–নেত্রীরাই নাকি কর্পোরেশনের নাম বজবজ হোক এটা চাইছেন। এবং কর্পোরেশনের কার্যালয় মহেশতলার পরিবর্তে বজবজে হলে অধিকাংশ মানুষেরই সুবিধা হবে বলে অভিমত জানিয়েছেন।

অটো–ম্যাটাডোর সংঘর্ষে মৃত ২, ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ২৫ মে সকালে বাসন্তী থানার সোনাখালি এলাকার একটি যাত্রীবোঝাই অটোরিক্সা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১০৭ হাতি ম্যাটাডোরকে আঘাত করলে ঘটনাস্থলে ২ যাত্রীর মৃত্যু হয় এবং ১১ জন জখম হন। জখমদের ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তীর হোগলা ব্রিজ স্ট্যান্ড থেকে একটি অটো ১০ জন যাত্রী নিয়ে ক্যানিং–এ আসছিল। সেই সময় ২ জন গাড়ির মিস্ত্রী ম্যাটাডোরটি সোনাখালি গ্যারাজ থেকে বের করে রাস্তায় পরীক্ষা করছিল গাড়িটি ঠিক আছে কিনা। সেই সময় এই সংঘর্ষে ২ জন মিস্ত্রি, অটো চালক, ৮ জন যাত্রী জখম হন। বাসন্তী ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিএমওএইচ ডাঃ রামকৃষ্ণ ঘোষ বলেন, এই ঘটনায় ২ জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় মানুষ ও নিত্যযাত্রীরা অভিযোগ করেন, এই অঞ্চলে অটোর দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে কিন্তু পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শক হয়ে বসে আছে। ক্যানিং, বাসন্তী, জীবনতলা, ঝড়খালি, গদখালি, চুনাখালি, সাতমুখী, হেরোভাঙা, গোলাবাড়ি, তালদি, বেলেগাছি, ঢুড়ি প্রমুখ অটো স্ট্যান্ডগুলিতে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে অটো এবং ট্রেকারগুলি চলাচল করে। তাদের অভিযোগ অধিকাংশ চালকদেরই নাকি ড্রাইভিং লাইসেন্স

বেআইনি অটো চলাচল নিয়ে বিক্ষোভ তুঙ্গে

ও রোড লাইসেন্স নেই। বাসন্তী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মান্নান সেখ বলেন, বহু লাইসেন্স বিহীন অটো চলছে। এমনকী অতিরিক্ত যাত্রী তুলে অটোগুলি চলাচল করছে। এ বিষয়ে বহুবার পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ হয়নি। বাসন্তী ব্লকে বামফ্রন্ট ইউনিয়নের অধীনে অটোগুলি অবৈধভাবে চলাচল করে। পুলিশ সূত্রে জানান হয়, গাড়ি দুটি আটক করা হয়েছে। তবে মৃত এক মহিলার এখনও পর্যন্ত পরিচয় পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, যে অটোগুলি অবৈধভাবে চলছে এবং অতিরিক্ত যাত্রী তোলে তাদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অধিকাংশ চালকদেরই নাকি ড্রাইভিং লাইসেন্স ও রোড লাইসেন্স নেই।

শহরের গা ঘেঁষে বয়ে গিয়েছে গঙ্গা তবু জল সঙ্কটে নাজেহাল শহরবাসী

রাজেন্দ্রনাথ দত্ত • ধুলিয়ান

ভূগর্ভস্থ জলাধার থেকে উত্তর মুর্শিদাবাদের শতবর্ষ প্রাচীন ধুলিয়ান পুরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেই সুবিধা পেয়ে থাকেন শহরের ১৯টির মধ্যে মাত্র ৬টি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। গত কয়েকদিন সেই জল সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। বাকি ১৩টি ওয়ার্ডে এমনিতেই ভরসা ছিল নলকূপ। প্রচণ্ড দাবদাহে জলস্তর নেমে যাওয়ায় নলকূপগুলোও একের পর এক অকেজো হয়ে পড়ছে। আর্সেনিকমুক্ত একটি জল প্রকল্পের কাজ চলছে শহরে। তা শেষ না হওয়ায় এই গরমে ভোগান্তি চরমে উঠেছে। প্রায় ৫০ বছর আগে ধুলিয়ানে যখন মাত্র ৯টি ওয়ার্ড ছিল তখন ভূগর্ভস্থ একলক্ষ গ্যালনের জলাধারটি তৈরি করা হয়। দুটি পাম্পের সাহায্যে জল তুলে পরিশোধন করে তা পাইপলাইনের মাধ্যমে ৬টি ওয়ার্ডে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু গরম যত বাড়ছে জলসঙ্কট যেন তত চেপে বসছে। দিনে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে–তিন বার জল পাওয়ার কথা। তা আর হচ্ছে কই। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কল্যাণ গুপ্ত বলেন, বুধবার সকালে জল আসেনি। দুপুরে আধঘণ্টার জন্য জল পেয়েছি। তাও জল আসছে সুতোর মতে সরু হয়ে। কখনও শুনছি বিদ্যুৎ নেই, কখনও বা পাম্প খারাপ। আমাদেরই মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। পুরসভার জল কখন আসবে, সেই আশায় বসে থেকে ক্লান্ত ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সত্যরঞ্জন দাস। বাধ্য হয়ে পরিবারে জলের খরচে যতটা সম্ভব কাটছাঁট করছেন তিনি। বিরক্ত গলায় তিনি বলেন, 'এভাবে আর পারা যাচ্ছে না।'

এদিকে, এখন ধুলিয়ান পুরসভায় ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৯টি। লোকসংখ্যা একলক্ষ ছাড়িয়েছে। পরে যুক্ত হওয়া ওয়ার্ডগুলিতে এখনও পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে দিতে পারেননি পুর–কর্তৃপক্ষ। যেমন, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে পুরসভার জল যায় না। স্থানীয় বাসিন্দা নুরুল খানি বলেন, 'এখানে পুরসভার পাইপলাইনের জল কখনও আসে না। নিজেরা বাড়িতে নলকূপ বসিয়েছি। স্নানের জন্য যেতে হচ্ছে গঙ্গায়। গাজিনগরের বাসিন্দা মাইরুল শেখ বলেন, ১৫ বছর হল আমরা পুরসভায় যুক্ত হয়েছি। ভেবেছিলাম অন্তত জল এবং বিদ্যুৎটা পাব। কোথায় কী। ২৫ বছর ধরে পুরসভায় একটানা কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়ে আসছেন সিপিএমের সুন্দর ঘোষ। এক সময় পুরপ্রধানও ছিলেন ধুলিয়ানে। তিনি জানান, প্রায় ১৫ বছর আগে ধুলিয়ান শহরের বিভিন্ন এলাকার নলকূপের জল পরীক্ষার পর তাতে আর্সেনিকের উপস্থিত ধরা পড়ে। এই প্রেক্ষিতে বছর পাঁচেক আগে ধুলিয়ানে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে ২২ কোটি টাকার একটি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরির কাজ শুরু হয়। দু'বছরের মধ্যে

জল প্রকল্পের কাজ মাঝপথে থমকে রয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে ২২ কোটি টাকার এই জলপ্রকল্পে গঙ্গা থেকে দৈনিক ১.৫ মিলিয়ন লিটার টন জল তুলে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে শ্মশানের কাছে মূল জলাধারে পরিশোধন করে পাঠানো হবে কাঞ্চনতলা, কাহারপাড়া ও পুর অফিস সংলগ্ন তিনটি একলক্ষ গ্যালনের জলাধারে। সেখান থেকে শহরের ১৯টি ওয়ার্ডে যাবে আর্সেনিকমুক্ত জল।

জল প্রতি দৈনিক ১৩৫ লিটার করে জল পাবেন পুরবাসী। তৃণমূল নিয়ন্ত্রিত ধুলিয়ান পুরসভার উপ–পুরপ্রধান দিলীপ সরকারের দাবি, জলপ্রকল্পের প্রায় ৬০ শতাংশ কাজই হয়ে গিয়েছে। পাইপলাইন ও বসানো হয়েছে। শহরে জলসঙ্কট কাটাতে নলকূপ বসানোর কাজ চলছে বলেও দাবি করছেন উপ–পুরপ্রধান। তাঁর কথায়, পাইপ লাইনের জল যেখানে যায়নি সেখানে প্রতিটি ওয়ার্ডেই গড়ে ১২টি করে নলকূপ কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, অভিযোগ এসেছে অনেকেই বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে সরাসরি পাইপলাইন থেকে জলাধারে জল তুলে নিচ্ছেন। ফলে পাশের বাড়ি ও রাস্তায় বসানো ট্যাপে জল পাচ্ছেন না অন্যরা।

ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে পুরসভা থেকে নোটিস পাঠানো হয়েছে মোটর খুলে ফেলতে। যারা তারপরেও অবৈধভাবে জল নিচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। গ্রীষ্মের এই প্রখর দাবদাহে নলকূপও যেমন অকেজো তেমনি চরমে উঠেছে জলসঙ্কট।

বিধি ভেঙে সমুদ্রে মৎস্যশিকার, আটক ২ ট্রলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার অভিযোগে মাছ ভর্তি দুটি ট্রলারকে আটক করল পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে কাকদ্বীপের নামখানা ঘাটে এফবি শ্যামলা নামের দুটি ট্রলার আটক করা হয়। বিষযটি স্থানীয় মহকুমা প্রশাসন, জেলা মৎস্য আধিকারিককে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারিভাবে গত ১৪ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরা নিষিদ্ধ। কারণ, এই সময়টা মাছেদের প্রজননের সময়। এই বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে অনেক ট্রলার মাছ ধরছিল বলে অভিযোগ আসছিল। এদিন সকালে কাকদ্বীপের এফবি শ্যামলা নামে দুটি ট্রলার নামখানা ঘাটে আসে। মাছ ভর্তি ট্রলার ঘাটে আসার পর খবর পৌঁছয় স্থানীয় কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমতির সদস্যদের কাছে। বেআইনিভাবে মাছ ধরার অভিযোগে ঘাটে গিয়ে দুটি ট্রলার ঘিরে ফেলেন সমিতির সদস্যরা। সমিতির সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, 'সরকারি নিয়ম মেনে এখন মাছ ধরা নিষিদ্ধ। কিন্তু কিছু ট্রলার গোপনে মাছ ধরছে। এই ট্রলার দুটির কোনও বৈধ লাইসেন্সও ছিল না। আমরা খবর পাওয়া মাত্র আটক করেছি। বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছি। প্রশাসনকে নিয়মমাফিক ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছি।' জেলা মৎস্য আধিকারিক বিকাশ দাস বলেন, 'আইনমাফিক পুলিশকে অভিযুক্ত ট্রলারের মালিক কাকদ্বীপের অক্ষয়নগরের বাসিন্দা সিধুল দাসের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। প্রয়োজনে মৎস্যজীবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাজেয়াপ্ত মাছ নিলাম করে দেওয়া হবে।'

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ৩১ মে–৬ জুন, ২০১৪

নরেন্দ্র নয়নে

নতুন পথে পথ চলা শুরু করলেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। নির্লিপ্ত ভাবলেশহীন চাহনিতে দৃঢ়চেতা দৃষ্টি। বর্তমান ভারতকে গ্লানিমুক্ত করতে এমন ব্যক্তিত্বেরই প্রয়োজন ছিল, যিনি ক্ষুদ্র স্বার্থ ছাড়িয়ে বৃহৎ স্বার্থে দেশকে এগিয়ে দেবেন। পথের শুরুতে শপথের দিনেই তা প্রমাণ করে দিলেন মোদি। দেশের কোন কোন অংশে ঘনিষ্ঠরাও যখন প্রতিবেশী রাষ্ট্রনায়কদের আগমনের বিরোধীতায় সরব তখনও তিনি নিজের সংকল্পে স্থির। তিনি উপলব্ধি করেছেন ভারবর্ষের উন্নতিতে প্রথম প্রয়োজন প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে শান্তি ও সহযোগিতার বাতাবরণ। এতে অহেতুক বিতর্ক এড়িয়ে উন্নয়নে গতি আসবে, বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা হবে, সার্ক দেশগুলিতে ভারতের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। তাই দেশের কিছু নেতার আপত্তি এড়িয়ে বলিষ্ঠতার সঙ্গে ভারতকে আন্তর্জাতিক ফ্রেমে লাগিয়ে দিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ভবিষ্যত সাফল্যের চাবিকাঠি হয়ে উঠবে।

শপথের ঠিক পরের দিন আবার মোদি রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে বৈঠকে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব মাথা নত করার নামান্তর নয়। সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা সকলকে একসঙ্গে মিলে করতে হবে, বুঝিয়ে দিয়েছেন পাকিস্থানকে। নওয়াজ শরিফ যে এতে রাজি তা পরিস্কার করে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদিকে নিজের দেশে আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রনায়ককে বুঝতে হবে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল না করলে কোনও দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। সন্ত্রাসবাদকে রাজনীতির হাতিয়ার করা আত্মহত্যার সামিল। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল করে প্রতিবেশী দেশনায়কদের সেই শিক্ষাই দিয়ে দিলেন মোদি।

প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠকেও চমক দিয়েছেন মোদি। দুর্নীতির চাবুকে ক্ষতবিক্ষত মানুষ মনে করতে শুরু করেছিল বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকা দেশে ফেরানো অসম্ভব। কারণ, এর পিছনে রয়েছে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের মদত। বিগত কংগ্রেস জোট সরকারের কার্য্যকলাপ এই মনোভাব আরও দৃঢ় করে তুলেছিল। মোদি কালো টাকা চিহ্নিত করতে উচ্চ পর্যায়ের অনুসন্ধান দল গড়ে মানুষের বিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছেন। আর সত্যই যদি কালো টাকা উদ্ধার করে আনতে পারেন তাহলে ভারতের ইতিহাসে পাকাপাকিভাবে স্থান করে নেবেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। এই ঢিলেই আর এক পাখি মেরেছেন মোদি। দেশের কাছেও বার্তা দিয়েছেন অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার কালো টাকার বিদেশ পাড়ি বন্ধ হোক। মনমোহনের মতো অর্থনীতিবিদ ১০ বছরে যা পারেননি মোদি একদিনে তা করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতকে প্রতিষ্ঠা করার ট্রাডিশন বহন করছেন নরেন্দ্ররা। একজন ছিলেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ। এই নরেন্দ্রও ভারতের দুর্দিনে অনেক কষ্ট সহ্য করে শিকাগো বক্তৃতা মঞ্চে বিশ্বের মাঝে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতবর্ষকে। সনাতন ধর্মের মহিমায় আলোকিত করেছিলেন বিদেশিদের। স্বামীজির অনুগামী ভক্ত আবার এক 'নরেন্দ্র', নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে ফের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে দিলেন সকলকে।

ভবিষ্যতে কি হবে তা ভবিষ্যতই বলবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ভারতমায়ের সম্মান রক্ষার জন্য যে একজন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল তা দেশের মানুষ খুঁজে দিয়েছেন। এখন সকলে মিলে এগিয়ে যাবার পালা। ক্ষুদ্র স্বার্থে যারা পিছু টানবে তারা পড়ে থাকবেন পথের পাশে। পথ চলার বিরাম নেই যতক্ষণ না ভারত বিশ্বের পথপ্রদর্শক হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে।

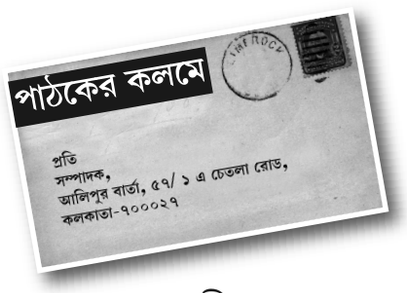

নতুন রেলমন্ত্রীর কাছে সামান্য আবেদন

সরকার বদলায়, মন্ত্রী বদলায়, কিন্তু ভারতীয় রেল ব্যবস্থা তার আপন গতিতে চলে। কিছুদিন আগে গড়িয়ার কবি নজরুল মেট্রো স্টেশনে দেখলাম এক বিচিত্র দৃশ্য। ভর দুপুরে ঝমঝম করে প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টিপাত হচ্ছে স্টেশনের উপরে টিনের শেডে তার অনুরণন উঠছে। এদিকে প্ল্যাটফর্মে বসার সিটে বেশকিছু যাত্রী মাথায় ছাতা দিয়ে বসে। কারণ, আধুনিকতম ব্যবস্থায় সজ্জিত স্টেশনের শেড ভেদ করে ঝড়ঝড় করে বৃষ্টির ধারা পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে প্ল্যাটফর্ম। এই একই দৃশ্য নিয়মিত দেখি শিয়ালদহ স্টেশনে। প্রত্যেকবছরই স্টেশন সারানো হয় কিন্তু বৃষ্টি শুরু হলেই শেড ভেদ করে জল পড়ে স্টেশন চত্বর জলে থইথই করে। অথচ, যে কোনও নিম্নবিত্ত মানুষও তাঁর বাড়ির ঘরের চাল সারালে বেশ কয়েকবছর তা অটুট থাকে। কিন্তু কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সারাই হওয়া স্টেশন চত্বরে যাত্রীদের ভোগান্তির কোনও শেষ নেই। যাঁরা দুরপাল্লার গাড়িতে যাতায়াত করেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা বিশেষ কয়েকটি ট্রেন ছাড়া অধিকাংশ ট্রেনেই নানারকম অব্যবস্থা লেগেই আছে। বহুকাল থেকেই ইএমইউ ট্রেনগুলি তিন–চার ঘণ্টার যাত্রাপথ অতিক্রম করে। কিন্তু আজ অবধি সেই ট্রেনে কোনও শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। রেল কর্তৃপক্ষের যুক্তি এইসব লোকাল ট্রেনের শৌচাগার নাকি যাত্রীরা এত অপরিষ্কার করবেন তা সাফাই করা সম্ভব নয়। সত্যিই কি বিচিত্র যুক্তি। একমাত্র ভারতবর্ষেই সরকারি প্রশাসন বোধহয় এই ধরনের যুক্তি দিতে পারে। এছাড়া একশ্রেণির নিত্যযাত্রীদের তাস ও দেশলাইয়ের খোল দিয়ে সিট দখল করে রাখার ঐতিহ্য তো কয়েক দশক ধরেই চলছে। মাঝেমধ্যে বিশেষ মহল থেকে অভিযোগ এলে আরপিএফ বা জিআরপি কর্তৃপক্ষ একটু নড়েচড়ে বসেন, তারপর যে কে সেই। মোদি সরকারের নতুন রেলমন্ত্রী কি এই ট্রাডিশন ভেঙে আমাদের সুব্যবস্থা উপহার দিতে পারবেন। কথায় আছে আশায় মরে চাষা। তবু আমরা রেলযাত্রীরা নতুন সরকারের কাছে আশায় রইলাম।

তপতী ঘোষাল
বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, সামাজিক ভারসাম্যও বিঘ্নিত হচ্ছে অনুপ্রবেশে

সিদ্ধার্থ রায়

এবার লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই 'অনুপ্রবেশ' শব্দটি নিয়ে বিতর্কে ঝড় উঠেছিল। বাংলাদেশ (একদা পূর্ব পাকিস্তান) থেকে স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের সময়ের পর পশ্চিমবঙ্গে ও অসম–ত্রিপুরায় ব্যাপক হারে মানুষ আসতে শুরু করেন ১৯৭১ সাল থেকে। কিন্তু এই নিয়ে তখন সেইভাবে কথা ওঠেনি। তার কারণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই ও পাকিস্থানী সেনাদের অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাধ্য হন ওই দেশ ছেড়ে আসতে। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যাপকহারে মুসলিমরাও আসতে শুরু করেন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও পেশাগত কারণে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা আসনের পুনর্বিন্যাস হয়ে বিধানসভা ভোট হয় ২০১১–তে। তৎকালীন জনসংখ্যার হিসেবে দেখা যাচ্ছে সীমান্তবর্তী ১০টি জেলার মধ্যে ১৮টি আসন বেড়েছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় (২০১১–তে নির্বাচিত) ৫৯ জন মুসলীম ধর্মাবলম্বী বিধায়কের মধ্যে ৪৪ জনই এসেছেন সীমান্তবর্তী জেলা থেকে। গত ২০০৬–তে গঠিত বিধানসভায় এঁদের সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। পশ্চিমবঙ্গের ৪২টির মধ্যে ১১টি লোকসভা আসনে ৩০ শতাংশের বেশি মুসলিম ভোটার রয়েছেন।

শতাংশের হিসেবে এই আসনগুলির মধ্যে রয়েছে রায়গঞ্জ (৪৭.৩৬), মালদহ উত্তর (৪৯.৭৩), মালদহ দক্ষিণ (৫৩.৪৬), জঙ্গিপুর (৬৩.৬৭), মুর্শিদাবাদ (৫৮.৩১), বহরমপুর (৬৩.৬৭), ডায়মন্ড হারবার (৩৩.২৪), বীরভূম (৩৫.০৮), যাদবপুর (৩৩.২৪), জয়নগর (৩৩.২৪), মথুরাপুর (৩৩.২৪)। বোঝা যাচ্ছে প্রার্থীর জয়লাভের ক্ষেত্রে এই জনসংখ্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এ–বিষয়ে কিন্তু ৬৪ বছর আগে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। ১৯৫১–'৬১ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুর আগমন হয়েছে ৪১.৪২ শতাংশ এবং মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে ৪১.৮২ শতাংশ। ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ বাম শাসন আমলে এই রাজ্যে মুসলিম জনবৃদ্ধির হার বেড়েছে ৩৬.৮৯ শতাংশ। স্বাভাবিক পরিবেশে এই বৃদ্ধি হয় কিনা তা রীতিমতো বিতর্কিত ব্যাপার। ১৯৯১ থেকে ২০০১ অবধি দেখা গিয়েছে মুসলিম বৃদ্ধির হার প্রায় দ্বিগুণ। দুই দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলায় ১৯৫১ সালের হিন্দু জনসংখ্যার পরিমাণ ৫৯ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৪৯.৯৪ শতাংশ। অথচ মুসলিম জনসংখ্যা ৪০ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯.৩১ শতাংশ। ১৯৫১ থেকে ২০০১ অবধি হিন্দু জনসংখ্যা বেড়েছে যেখানে ১৯৮.৫৪ শতাংশের সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে ৩১০.৯৩ শতাংশ। এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তু অত্যাচারিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। তা সত্ত্বেও বৃদ্ধির হারে এই অদ্ভুত নিদর্শন। উপমহাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে সামান্য সচেতন যেকোনও মানুষই জানেন বাংলাদেশ থেকে যে মুসলিম ব্যক্তি ভারতে আসেন তাঁরা কেউই অত্যাচারিত নন।

উন্নত জীবনযাপনের আশাতেই তাঁরা ভারতে আসেন। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে আসা এইসব মানুষেরা কীভাবে ভারতে আশ্রয় পেতে পারেন! কারণ, উদ্বাস্তুর আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী এঁরা কোনওভাবেই উদ্বাস্তু আখ্যা পাবেন না। হিন্দু–বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী যাঁরা আসছেন তাঁরা উদ্বাস্তু না অনুপ্রবেশকারী তা তদন্ত করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু মুসলিম ব্যক্তিরা দু–একজন ব্যতিক্রম বাদ দিলে কেউ যে অত্যাচারিত নন তা এই অঞ্চলের সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন মানুষই বলতে পারবেন।

সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা অভিযোগ করেন, বাংলাদেশের বিত্তশালী লোকজন ওই অঞ্চলে সাধারণ মূল্যের দুই থেকে তিন গুণ বেশি দাম দিয়ে জমি কিনছে এবং ওই জমি চাষ করার জন্য বাংলাদেশ থেকেই কৃষিমজুর নিয়ে আসছে। এদেশের মজুররা কাজ পাচ্ছেন না।

কিছুদিন আগেই দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট থানার খানপুরে এই ঘটনা নিয়ে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় জনমজুররা এইসব বাংলাদেশি মালিকদের জমিতে ধান কাটার দাবি করে এবং তা নিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়। এই বিষয় উল্লেখ করে রাজ্যের তৎকালীন শাসক বামফ্রন্টের শরিক সিপিআইএ'র রাজ্য কমিটির সদস্য গোবিন কাঁড়ার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও ভূমি রাজস্বমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন।

১৯৯৫ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী পি.এম. সইদ লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণসহ নানা অজুহাতে বাংলাদেশি নাগরিকগণের ভারতে আগমনের ফলে সীমান্ত অঞ্চলের জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটেছে। ...ব্যাপক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশি পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য সীমান্ত রাজ্যগুলির মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

সীমান্ত অঞ্চলে এই ধরনের অনুপ্রবেশের ফলে শুধু অবাঞ্ছিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সহ রাজনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য ব্যাপক ব্যহত হবে।

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস পরিবর্তন
১৯৫১–২০০১ জনসংখ্যার অনুপাত (%)

সময়কাল		১৯৫১	২০০১
পশ্চিমবঙ্গ	হিন্দু	৭৮.৪৫	৭২.৪৭
	মুসলমান	১৯.৮৫	২৫.২৫
দার্জিলিং	হিন্দু	৮১.৭১	৭৬.৯২
	মুসলমান	১.১৪	৫.৩১
জলপাইগুড়ি	হিন্দু	৮৪.১৮	৮৩.৩০
	মুসলমান	৯.৭৪	১০.৮৫
কোচবিহার	হিন্দু	৭০.৯০	৭৫.৫০
	মুসলমান	২৮.৯৪	২৪.২৪
উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর	হিন্দু	৬৯.৩০	৬০.২২
	মুসলমান	২৯.৯৪	৩৮.৪৭
মালদা	হিন্দু	৬২.৯২	৪৯.২৮
	মুসলমান	৩৬.৯৭	৪৯.৭২
মুর্শিদাবাদ	হিন্দু	৪৪.৬০	৩৫.৯২
	মুসলমান	৫৫.২৪	৬৩.৬৭
বীরভূম	হিন্দু	৭২.৬০	৬৪.৬৯
	মুসলমান	২৬.৮৬	৩৫.০৮
বর্ধমান	হিন্দু	৮৩.৭৩	৭৮.৮৯
	মুসলমান	১৫.৬০	১৯.৭৮
নদীয়া	হিন্দু	৭৭.০৩	৭৩.৭৫
	মুসলমান	২২.৩৬	২৫.৪১
উত্তর ২৪ পরগনা	হিন্দু	৭৭.২৬	৭৫.২৩
	মুসলমান	২২.৪৩	২৪.২২
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	হিন্দু	৭২.৯৬(১৯৭১)	৬৫.৮৬
	মুসলমান	২৬.০৫(১৯৭১)	৩৩.২৪
হুগলী	হিন্দু	৮৬.৫২	৮৩.৬৩
	মুসলমান	১৩.২৭	১৫.১৪
বাঁকুড়া	হিন্দু	৯১.১৬	৮৪.৩৫
	মুসলমান	৪.৪০	৭.৫১
পুরুলিয়া	হিন্দু	৯৩.১৩(১৯৬১)	৮৩.৪২
	মুসলমান	৫.৯৯(১৯৬১)	৭.৬২
মেদিনীপুর	হিন্দু	৯১.৭৮	৮৫.৫৮
	মুসলমান	৭.১৭	১১.৩৩
হাওড়া	হিন্দু	৮৩.৪৫	৭৪.৯৮
	মুসলমান	১৬.২২	২৪.৪৪
কলকাতা	হিন্দু	৮৩.৪১	৭৭.৬৮
	মুসলমান	১২.০০	২০.২৭

তথ্য সৌজন্য: বিমল প্রামানিক (স্বস্তিকা পত্রিকা)।

দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি পুরস্কার পেলেন অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী

দীপককুমার বড় পন্ডা

লোকসংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী ভূষিত হলেন দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি পুরস্কারে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত এই পুরস্কারের আগেই তিনি ভূষিত হয়েছেন ১৯৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ পুরস্কার ও সার আশুতোষ স্মারক স্বর্ণপদক–এ। পশ্চিমবঙ্গে লোকসংস্কৃতির প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র 'প্রফেসর' শ্রী চক্রবর্তী। তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯২ থেকে ২০০১ পর্যন্ত লোকসংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে ৪০টি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। এই বিষয়ে বিশেষ ক্লাস নেওয়ার জন্য ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক পড়ে। তাঁর টডের রাজস্থান ও বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে পিএইচডি'র পর ডিলিট করেছেন 'গীতিকা' বিষয়ে কাজ করে। আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত গবেষণা রিসার্চ গাইড শ্রী চক্রবর্তী ইউজিসি'র এমিরেটস ফেলো এবং ফোকলোর কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগকে তিনি সাজিয়ে ছিলেন সন্তান স্নেহে। নানা সমাজসেবামূলক কাজে তিনি যুক্ত। আদিবাসী ও যেকোনও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে তিনি যুক্ত থাকেন সারাক্ষণ।

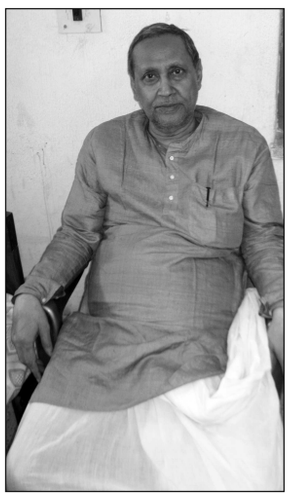

ছাত্রছাত্রীদের আবেদনে তাঁর জীবনের নানা হীরক মুহূর্তের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন 'ফিরে দেখা' বইতে। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের আয়োজিত 'শ্রদ্ধার্ঘ্য' অনুষ্ঠানে তাঁর ছাত্র ও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রকমল মুখার্জি বলেন, 'তিনি শুধু ক্লাস রুমের মধ্যের শিক্ষক ছিলেন না তার বাইরেও ছিলেন আমাদের প্রিয় মাস্টারমশাই।

বরুণবাবু আমাদের চলতে শিখিয়েছিলেন, বাঁচতে শিখিয়েছিলেন।' বরুণবাবু বলেন, বাবা–মা'র প্রেরণাতেই তাঁর পথচলা এবং স্ত্রী ইন্সিতা চক্রবর্তী ও কন্যা কোয়েলের জন্যই তিনি এই কর্মকাণ্ডে সর্বক্ষণ নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরেছেন।

টর্নেডোর যাঁতাকালে পিষে মারার সরকারি পরিকল্পনা সার্থকতার নিশান ওড়াচ্ছে

শক্তিভূষণ সরকার

সরকার দেশের সর্বনাশকারী যন্ত্রদানব ছাড়া আর কিছু নয়– এটা প্রমাণ করতে সরকার মরু চাষ প্রকল্পে কেবলই উৎসাহ দিয়ে চলেছে। আমাদের দেশের নেতারা এই উৎসাহে ইন্ধন যুগিয়ে প্রমাণ করছে তারা দেশপ্রেমিক নয় বরং দেশের প্রধানতম শত্রু। ১৯৮৩ সাল থেকে মরু চাষের কুফল নিয়ে একরকম জেহাদ ঘোষণা করে সরকারকে হুশিয়ারি দেওয়ার পর সরকার ও দেশবরেণ্য ছোট বড় মাঝারি প্রায় সব নেতাই স্বীকার করেছেন যে মরু চাষ প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ। এ কাজে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সরকার অত্যাধিক মরু চাষের জন্য চতুর্দিকে দেখা দিয়েছে খরা খরা রব, জল সংকটের পারদ কেবলই উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। গরমের প্রভাবে ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র নিম্নচাপের ছোট বড় নানা ধরনে নিম্নচাপের ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে যার মাধ্যমে টর্নেডো সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক বড় নিম্নচাপের মধ্যে ছোট খাটো নিম্নচাপ টর্নেডো তৈরি করে। এই টর্নেডো থাকে শুষ্ক, শঙ্কু আকৃতির। ছোটখাট স্থান জুড়ে হঠাৎ তৈরি হয়ে প্রচণ্ড পাক খেয়ে বিপর্যয় ঘটায়। এই শঙ্কুর মধ্যবর্তী অঞ্চল কিছু সময়ের জন্য বায়ুহীন হয়। ওই শঙ্কুতে অবস্থানকারী মানুষ তথা প্রাণীরা ক্ষণিকর জন্য শ্বাসকষ্টে ভোগে। প্রায় শ্বাসরোধ হওয়ার কারণে ওই ঝড়ের মধ্যে থাকা মানুষেরা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। চোখে সর্ষে ফুল দেখে। ক্ষণিকের মধ্যে প্রবল টান মেরে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ঘূর্ণির পাক খেতে খেতেই সাধারণত বাতাস ছোটাছুটি করে। উত্তর গোলার্ধে এই পাক খায় ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মুখী, আর দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখী। স্রেতস্বিনী নদীতে এই পাক খাবার দৃশ্য হরদম দেখা যায়। রাস্তাঘাটের ছোটখাট ঘূর্ণিতে বেশ ভাল করে এই ঘূর্ণি প্রত্যক্ষ করা যায়। আবার কোনও কারণে বাধা এলে বিপরীতমুখী যে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় তাকে বলে বিপ্রতীপ ঘূর্ণি। এই ঘূর্ণি তৈরি হলে ঝড়ের গতিবেগ রুদ্ধ হয়।

মূলত, ঘূর্ণি ঝড়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১) সাইক্লোন: টর্নেডো, ২) ঝোড়ো বৃষ্টি বা ডিপ্রেশন, ৩) নিম্নচাপ বা নো প্রেসার। এর মধ্যে তৃতীয়টি চাষের উপযোগী। এটি বহুদূর ধরে বিস্তারিত হয় এবং এর স্থায়িত্ব বেশি। এর ঝড়ের দাপট কম হয়। দ্বিতীয়টি হয় সমুদ্রের উপকূল এলাকায়।

এতে বৃষ্টি এবং ঝড় দুটোই সমানভাবে কাজ করে, এতে চাষের উপকার হয় বৃষ্টির জল পেয়ে, থর সবল থাকলে এই ঝড় বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। থর তাকে টেনে নিয়ে যায় স্থলভাগের অভ্যন্তরে। কিন্তু সরকার থরকে দুর্বল করে দিয়েছে মরুসেচের মাধ্যমে, তাই তার টান অতি দুর্বল হয়ে যাওয়ায় ঝোড়ো বৃষ্টির সঙ্গে মিতালি পাতায় টর্নেডোর ক্ষতির স্পর্শ। তাই এই ঝড়ো বৃষ্টি উপকূলকে একনাগাড়ে ভাসিয়ে দাপিয়ে তছনছ করে দেয়।

মরু চাষের কুফলে সারা দেশ জুড়ে যে নিম্ন চাপের বলয় রেখা তৈরি হয়েছে এতে হবে সাঙ্ঘাতিক প্রাণঘাতী কৃষি বিপর্যয়কারী ঝড়। টর্নেডোর যাঁতাকল সৃষ্টি করে সরকার দেশের সর্বনাশ করে চলেছে। নেতারা সরকারের ক্ষতিকর কাজের সাফল্যের নিশান উড়িয়ে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের আনন্দ আর যেন ধরে না!

একাদশ শ্রেণির বিষয় নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা: একাদশের ১২ মাসের কোর্স ন'মাসে শেষ। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিষয় নির্বাচন করে এখন থেকেই এগোতে পারলে কিছুটা ভাল। আর 'বিষয়' নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আগামী দিনে তোমরা কে কী বিষয় নিয়ে পড়বে তার ওপর নির্ভর করেই বিষয় নির্বাচন করতে হবে। একাদশ শ্রেণিতে বাংলা ও ইংরেজি এই দু'টি বিষয় (ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ) ছাড়আ আরও তিনটি বিষয় 'কম্পালসারি ইলেকটিভ সাবজেক্ট' এবং একটি 'অপশনাল (অ্যাডিশনাল) ইলেকটিভ সাবজেক্ট' অর্থাৎ মোট চারটি বিষয় নিতে হবে। এই চারটি বিষয় নেয়ার ক্ষেত্রে 'উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ' বিষয় ভিত্তিক তিনটি সেট ২০১৩–তে তৈরি করে।

যে কোনও নির্দিষ্ট একটি সেট থেকেই এই চারটি বিষয় বেছে নিতে হবে। সেটগুলি হল –

সেট ওয়ান: ১. ফিজিক্স অর নিউট্রিশন, ২. কেমিস্ট্রি অর ইকনমিক্স, ৩. ম্যাথেমেটিক্স অর সাইকোলজি অর অ্যানথ্রোপোলজি অর অ্যাগ্রোনমি, ৪. বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, ৫. স্ট্যাটিসটিকস অর জিওগ্রাফি,৬. কম্পিউটার সায়েন্স অর মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন অর এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ

সেট টু: ১. অ্যাকাউনটেন্সি, ২. বিজনেস স্টাডিজ, ৩. কমর্সিয়ান ল'অ্যান্ড প্রিলিমিনারাইজ অফ অডিটিং, ৪. কসটিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশন, ৫. ইকনমিক্স,৬. মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপলিকেশন অর এনভাওরণমেন্ট স্টাডিজ অর হেলথ অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন, ৭. ম্যাথেমেটিক্স

সেট থ্রি: ১. পলিটিক্যাল সায়েন্স, ২. এডুকেশন অর নিউট্রিশন, ৩. জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন অর ইকনমিক্স অর সংস্কৃত অর পার্সিয়ান র অ্যারারিক, ৪. ফিলজফি র সোসিওলজি, ৫. হিস্ট্রি অর অ্যানথ্রোপলজি অর সাইকোলজি অর ম্যাথেমেটিক্স অর অ্যাগ্রোনোমি, ৬. জিওগ্রাফি র হোম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ৭. মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপলিকেশন র এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ র হেলথ অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন অর মিউজিক অর ভিজুয়াল আর্টস অর পারফরমিং আর্টস।

হতাশায় ডুবছে বাংলার যুব সমাজ

একের পাতার পর

করেছেন, কোনও নিয়োগ হবে না, দরকার হলে এজেন্সি থেকে আউটসোর্সিং–এ লোক নেওয়া হবে। অতএব সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ যা আর হবে না তা এক কথায় স্পষ্ট।

এ তো গেল আর্থিক অনটনের বলি সরকারি ক্ষেত্র। উৎপাদনশীল বেসরকারি ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থান শুধু ভাষণেই রয়ে গেল বাস্তবায়িত হল না। এক গোপন সূত্রের প্রকাশ, শাসক দলের নেতা কর্মীদের যে দাপট এলাকায় এলাকায় দেখা যাচ্ছে তাতে আগ্রহ হারাচ্ছেন শিল্পপতিরা। বাম আমলের তোলাবাজি, ঔদ্ধত্ব এখনও চলছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা বাড়ছে। জমি কেনা–বেচা ও প্রেমোটারির হাত ধরে এলাকায় গড়ে উঠেছে সিন্ডিকেট, বেড়ে চলেছে মস্তানরাজ। মদতদাতা এলাকার নেতারা এর ফলে একদিকে যেমন জঙ্গী বাহিনী পুষছেন অন্যদিকে দেদার রোজগারে ফুলে ফেঁপে উঠছেন। পুলিশও মেতে উঠেছে এই লুটের উৎসবে। একেবারে বুদ্ধবাবুর আমলের চিত্রের 'কপি–পেস্ট' হয়েছে মা–মাটি–মানুষের আমলে। শিল্পপতিরা তাই এরাজ্য থেকে সাত হাত দুরে।

ক্রমশ অবস্থা যে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে তা নিশ্চই বুঝতে পারছেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে গত লোকসভা নির্বাচনের ফলে পরিস্কার হয়ে গিয়েছে বাংলার যুব সমাজ তৃণমূল থেকে সরে গিয়ে বিজেপির দিকে ঢলে পড়েছে। অবস্থা না পাল্টালে এই ধস যে আরও বাড়বে তা বলাই বাহুল্য।

সামনে ধারাবাহিক নির্বাচন। এইসব নির্বাচনে যুব সমাজকে ফিরিয়ে আনতে গেলে শুধু আর্থিক অনটনের বুলি না আওড়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেই হবে। অন্যথায় এরাজ্যে ফের পরিবর্তন আসতে চলেছে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

থানায় বিজেপি'র ডেপুটেশন

একের পাতার পর

এ প্রসঙ্গে শ্রী চ্যাটার্জি বলেন, এই শহর ও আশেপাশের অঞ্চলে প্রকাশ্যে চলা সাট্টা–জুয়া রমরমিয়ে চলে। এগুলি বন্ধ করতে হবে। ইটখোলা, দাঁড়িয়া অঞ্চলে দুষ্কৃতীরা ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। ক্যানিং বাজারে বিজেপি'র বন্ধ হওয়া দোকানগুলি নিরাপত্তা দিয়ে আবার চালুর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এছাড়া সন্দেশখালিতে বিজেপি কর্মীদের ওপর গুলি চালানোর ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতার করে আইনমাফিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

তিন পৌর প্রতিনিধিই পরাজিত

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা

কলকাতা পৌরসংস্থার তিন অভিজ্ঞ পুর প্রতিনিধি ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে তাদের দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ফলাফল প্রকাশে দেখা যায় তিনজনই পরাজিত হন। প্রথমজন হলেন সিপিএম দলের পুরসভার প্রধান বিরোধী দলনেত্রী রূপা বাগচী। তিনি উত্তর কলকাতা লোকসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১,৯৬,০৫৯ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেন। দ্বিতীয় জন হলেন কংগ্রেস দলের দলনেত্রী ও পুর মুখ্যসচেতক এবং প্রাক্তন মেয়র পারিষদ মালা রায়। তিনি দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১,১৩,৪৫৩ ভোট পেয়ে চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। তৃতীয় জন হলেন সিপিএম দলের ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের নবাগত পুরপ্রতিনিধি রিঙ্কু নস্কর। তিনি সুন্দরবনের মথুরাপুর লোকসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৪,৮৯,৩২৫ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন।

তিনি তৃণমূল কংগ্রেস দলের বিদায়ী সাংসদ প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী চৌধুরি মোহন জাটুয়ার কাছে ১,৩৮,৪৩৬ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। আরও একজন আছেন। তিনি হলেন ৪৫ বছর বয়স্ক বি.এ. পাস রাজিয়া আহমেদ। ২০১০–এর কলকাতা পুরনির্বাচনে ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেস দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।

এবার কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চতুর্থ স্থান অর্জন করেন।

প্রতিবন্ধকতা জয় করে ওরা আগামী দিনে পড়তে সাহায্য চায়

মেহবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবার: বাবা ছালাম মোল্লা সকাল হলে ফেরি করতে বেরিয়ে পড়েন। বাড়িতে ফেরেন বেশ রাতে। সারাদিনের উপার্জন বলতে কুড়িয়ে কাড়িয়ে ৫০ থেকে ৭০ টাকা। রায়দিঘি থানার ডাকাতমারি গ্রামে মোল্লা পরিবারের মেজ ছেলে আজিজুল মোল্লা এবারের মাধ্যমিকে ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। ৪টি বিষয়ে লেটারসহ প্রাপ্ত নম্বর ৫৬০। স্থানীয় কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল সে। পঞ্চম শ্রেণি থেকে এই

আজিজুল মোল্লা

নুর আলম শেখ

স্কুলে পড়ত সে। মোল্লা পরিবারের মধ্যে আজিজুল প্রথম মাধ্যমিক পাশ করল। অভাবের সংসারে পড়াশোনার জন্য মা রেজিনার জেদ সম্বল করে এগিয়ে ছিল আজিজুল। কোনও প্রাইভেট টিউটর ছিল না তার। স্কুলের শিক্ষকদের বিশেষ সহযোগিতায় আজিজুলের এই সাফল্য। আগামী দিনে সায়েন্স নিয়ে পড়তে চায় সে। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়াই তার লক্ষ্য। কিন্তু আজিজুলের নিরক্ষর অভাবী বাবা আর ছেলেকে পড়াতে চান না। কারণ, খরচে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। আগামী দিনে আজিজুলের ভবিষ্যত দোলাচলে। আজিজুলের পরিবারের পক্ষ থেকে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

অন্যদিকে গত আট বছরের বেশি সময় ধরে এপিলেপসি রোগে ভুগছে নুর আলম সেখ। রোগের জন্য ভিন রাজ্যে চিকিৎসাও করতে হয়েছে তাকে। কিন্তু বিশেষ উন্নতি হয়নি। এই রোগের সঙ্গে লড়াই করে এবারের মাধ্যমিকে ৫৬২ নম্বর পেয়েছে নুর আলম। ৩টি বিষয়ে লেটারসহ প্রাপ্ত নম্বর ৮০ শতাংশের বেশি। উস্তির রাজারামপুর গ্রামের অভাবী পরিবারের সন্তান নুর আলম।

নুরের বাবা বদ্দোরুদ্রোজা সেখ দিনমজুর। একমাত্র ছেলের জন্য একটু বেশি খাটতে হয় তাঁকে। পড়াশোনার পাশাপাশি রোগের চিকিৎসায় প্রচুর খরচ। স্থানীয় ফতেপুর শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশন থেকে এবার পাশ করেছে নুর। উচ্চমাধ্যমিক পড়বে নিজের স্কুলে। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায় সে। কিন্তু অভাবী বাবা ছেলের চিকিৎসার পাশাপাশি বিজ্ঞান শাখায় পড়ানোর খরচ চালিয়ে যাবেন কি করে তা নিয়ে ভাবনায় পড়েছেন। কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা নুরের পাশে দাঁড়ালে উপকৃত হবেন দিনমজুর পরিবার।

জেলায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ চলছেই

সম্প্রতি শিরাখোল–রাজারহাটে বিজেপি'র মিছিলে রাজনৈতিক আক্রমণে আহত হন বিষ্ণুপুরবাসী নিরঞ্জন মণ্ডল, তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গেছেন ডায়মন্ড হারবার ১নং ব্লক বিজেপি ব্লক সভাপতি মনোরঞ্জন কয়াল। ছবি: মেহবুব গাজী।

মাধ্যমিকে ইতিহাসের প্রশ্নকর্তারা পর্ষদের নিয়ম অমান্য করেছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচীর ভিত্তিতে। তার আগে পর্ষদ পরীক্ষার্থিদের কাছে প্রশ্ন পত্র কেমন হবে তার ধারণা দেওয়ার জন্য নমুনা প্রশ্নপত্র সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেটি ছিল ২০১১তে দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রমের উপর ভিত্তি করে। ইতিহাস বিষয়ে প্রশ্নপত্রে প্রশ্ন ও নম্বর বিভাজনে ২–এর দাগে বলা হয় উত্তর দুই বা তিনটি ছোট বাক্যে লিখতে হবে। প্রশ্নপত্রগুলির দুটি দাগ ১ও১ থাকতে হবে। ৪–এর দাগে অংশভিত্তিক প্রশ্নের প্রশ্নগুলির একাধিক ভাগ থাকতে পারে। কিন্তু আসল সময় ২০১২–র মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাস পরীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় পর্ষদ প্রকাশিত নমুনা প্রশ্নের কোনও প্রতিফলন প্রশ্নপত্রে পড়ল না। ফলে বহু ছাত্রছাত্রী ইতিহাস বিষয়ে 'এ প্লাস গ্রেড' পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। ২০১৩'র মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে ৯০ নম্বরের প্রশ্নে ৪৮ নম্বর কেবল ১ বা ২ মার্কসের প্রশ্ন। সেবার রাজ্যের ৭৬৩২ জন ছাত্রছাত্রী ইতিহাসে এ গ্রেড পান। কিন্তু ২০১৪'র ইতিহাস প্রশ্নে আবার ২০১২'র চিত্র ফুটে উঠল। ২০১২–তে ইতিহাসে যে ঘটনা ঘটেছিল তাই ঘটল। এবার মাত্র ৬১১২ জন এ গ্রেড পেলেন। প্রসঙ্গত, ২০১২–তে মাধ্যমিকে পাশের হার ছিল ৮১.০৬। ২০১৩–তে ৮১.৮১ এবং ২০১৪–তে ৮১.২৪। ইতিহাসের বেশকিছু শিক্ষকের বক্তব্য, প্রশ্ন কর্তারা ইতিহাস বিষয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে পর্ষদের নমুনা প্রশ্নকে কোনওরকম গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের খুশিমতো প্রশ্নপত্র সেট করছেন।

মেটের খুনীরা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফলতা: গত ২৯ মার্চ সরারহাট এলাকার মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী কার্তিক চন্দ্র ঘোষ মেটে (৪৫)–কে ৭ জনের দুষ্কৃতীদল তাঁর বাড়ি সংলগ্ন দোকানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে, গুলি করে পালিয়ে ছিল। ৩১ মার্চ এই খুনের অভিযোগে পুলিশ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছিল। ২৩ মে ফলতা থানার আইসি সৌম্য সামন্ত পাহাড়ির নেতৃত্বে পূর্বমেদিনীপুর থেকে পুলিশ রাজা খান ও সইদুল মোল্লা নামে দু'জনকে গ্রেফতার করে। এই দুই ধৃত ব্যক্তিকে পরের দিন ডায়মন্ড হারবার আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বাইক ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ: ২৫ মে রাতে কাকদ্বীপ থানার হাতিবাড়ি এলাকায় বাইক ছিনতাই হল মন্দিরবাজার থানার উদয়পুর থানার বাসিন্দা অলক মুখার্জি'র। পেশায় কেবল মিস্ত্রি অলোকবাবু সাগর অঞ্চল থেকে কাজ করে রাতে মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎই ৪ জনের দুষ্কৃতী দল একটি বাইকে চোড়ে তাঁকে আটকে দেয়। তারপর তাঁর বাইকটি ও মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে যায় তাঁরা। এ বিষয়ে শ্রী মুখার্জি কাকদ্বীপ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী সন্তোষ পাণ্ডে, বেলিয়াঘাটার অন্তর্গত ৪।৩০এ, রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেন ঠিকানস্থ বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে ১২ (বারো) বৎসর অধিক বসবাস করিতেছেন। এতদর্থে শপথ পত্র মারফত তাহা ঘোষিত হইল।

(শ্রী মোহন মুরলী সেন)
আইনজীবী
মহামান্য উচ্চ আদালত,
কোলকাতা
ইং তাং ৩০।৫।২০১৪

মারা যেতে হল সাপের কামড়ে

একের পাতার পর

সাপে কাটা রোগীদের নিয়ে হাসপাতালেও ছোটাছুটি করতেন। ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার সক্রিয় সদস্য হওয়ার সুবাদে সাপ নিয়ে নানা সচেতনাতামূলক অনুষ্ঠানও করতেন। সর্পবন্ধু হিসেবে পরিচিত এমন একজন যুবকের সাপের কামড়ে মৃত্যুতে ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থার সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য কার্যত হতবাক। তিনি জয়দেবের মৃত্যুর জন্য গোসাবা হাসপাতালের চিকিৎসকের গাফিলতিকেই দাবি করেছেন। তারপর জেলা স্বাস্থ্য দফতর নড়েচড়ে বসে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের উদ্যোগে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের ৩ জনকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি করা হয়। সম্প্রতি সেই কমিটি গোসাবা হাসপাতালে গিয়ে অভিযুক্ত ডাক্তার ও নার্সদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

কথা বলেছেন ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থার সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গেও। বিজনবাবু বলেন, আমরা গোসাবা হাসপাতালের এসও ডাঃ রক্তিম পাড়িয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছি।

আগে বলেছি, গ্রামীণ হাসপাতালগুলোতে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে সরকারি ডাক্তারদের অনীহা আছে। সে ব্যাপারে সরকারকে তৎপর হতে হবে। বিজনবাবু বলেন, জয়দেব মণ্ডল যিনি মারা গিয়েচেন, দুটি নাবালক ছেলে–মেয়ে, স্ত্রী, বাবা–মা আছে। ওদের পরিবার কীভাবে চলবে, সরকারের ভেবে দেখা উচিৎ। আমরা তদন্ত কমিটির রিপোর্টের অপেক্ষায় আছি।

সাঁকো বদলায় না

একের পাতার পর

এলাকার বিধায়ক সমির জানা বলেন, 'একটা পাকাপাকি ঢালাই ব্রিজ তৈরি করতে গেলে কোটি টাকার ওপর খরচ আছে। এই মুহূর্তে এতো টাকা খরচ করার মতো অবস্থায় নেই তাই ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে ওই সাঁকো থেকে এগিয়ে দুই পারের দুটি স্কুলের কাছাকাছি একটি ব্রিজ তৈরি করা যায়। সেই ভাবনাচিন্তা আমরা করে দেখছি।'

লাল ফিতের জটে গ্রামের সাধারণ মানুষদের নাভীশ্বাস উঠছে। ভোটের আগে যেসব গ্রামের মানুষদের বাস লরি বোঝাই করে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের সভা ভরাতে নিয়ে আসে এবং ভোটের দিন ভয় দেখিয়ে নিজেদের চিহ্নগুলি স্পষ্টভাবে চিনিয়ে দেয়, সেইসব মানুষরাই যখন পরিষেবার আশায় দফতরে দফতরে ঘুরে হয়রান হয় তখন নানা অজুহাতে প্রশাসনের মানুষগুলোই আলোচনার নামে হাত গোটান।

রাজ্যের নবনির্বাচিত সাংসদেরা কে কেমন ও কি চান

সংকলক : বরুণ মণ্ডল

লোকসভা আসন	সাংসদের নাম ও দল	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	পূর্বাশ্রম	নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি
১৫। ব্যারাকপুর	দীনেশ ত্রিবেদী (তৃণমূল কংগ্রেস)	৬৩	এমবিএ		প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ঘনিষ্ঠ পাইলট। কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে এসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।	কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে শিল্পাঞ্চল গড়ব, মেট্রোর সম্প্রসারণে ব্যবস্থা নেব।
১৬। দমদম	সৌগত রায় (তৃণমূল কংগ্রেস)	৬৫	এমএসসি	প্রাক্তন অধ্যাপক (পদার্থবিদ্যা)	প্রেসিডেন্সি ও আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক শুরুতে কংগ্রেস, দল বদলে একাধিকবার সাংসদ হয়েছেন।	মেট্রোকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা, খাল সংস্কারের বাকি কাজ সম্পূর্ণ করা।
১৭। বারাসত	ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার (তৃণমূল কংগ্রেস)	৫৫	এমবিবিএস (গাইনোকোলজি)	চিকিৎসক	ছাত্রজীবনে রাজনীতি। স্বামী সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার রাজ্যের পূর্ত ও পরিবেশ দফতরে মন্ত্রী, নিজে বিদায়ী সাংসদ।	দমদম–বারাসত মেট্রো চালু করা। বারাসতে রেলের আন্ডারপাস তৈরি করা।
১৮। বসিরহাট	ইদ্রিস আলি (তৃণমূল কংগ্রেস)	৬৪	বিএসসি, এলএলবি	হাইকোর্টের আইনজীবী	হাইকোর্টের আইনজীবী হওয়ায় একাধিক দলের নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্টতা।	সুন্দরবন এলাকায় নদীর ওপর সেতু তৈরি করা এবং এখানে কর্মসংস্থান বাড়ানো।
১৯। জয়নগর (তপঃ)	প্রতিমা নস্কর মণ্ডল (তৃণমূল কংগ্রেস)	৪৮	এমএ, বিএড	প্রাক্তন ডব্লু বিসিএস অফিসার	বাবা গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।	সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত পরিশ্রুত জল দেওয়ার ব্যবস্থা করব।
২০। মথুরাপুর (তপঃ)	চৌধুরী মোহন জাটুয়া (তৃণমূল কংগ্রেস)	৭৫	এম কম	প্রাক্তন পুলিশ কর্তা	দলনেত্রীর অনুপ্রেরণায় রাজনীতিতে আসা।	রায়দিঘি, বখখালিকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা।
২১। ডায়মন্ড হারবার	অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস)	২৭	এমবিএ	কনসালটেন্সি সার্ভিস	কলেজ রাজনীতি	সব গ্রামে পাকা রাস্তা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। কর্মসংস্থানেও উদ্যোগী হওয়া।
২২। যাদবপুর	ড. সুগত বসু (তৃণমূল কংগ্রেস)	৫৭	পিএইচডি	হার্ভার্ডের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক	মা কৃষ্ণা বসু এই কেন্দ্রে প্রাক্তন সাংসদ	ভাঙর–সহ কিছু এলাকায় শিক্ষার হাল বেশ খারাপ। শিক্ষার মানোন্নয়ন করা। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যস করা।
২৩। কলকাতা দক্ষিণ	সুব্রত বক্সি (তৃণমূল কংগ্রেস)	৬৩	বিএসসি, এলএলবি	প্রাক্তন ব্যাঙ্ক কর্মী	কলেজে ছাত্র পরিষদে। ব্যাঙ্কের চাকরিকে বিদায় জানিয়ে দীর্ঘদিন মমতা সঙ্গী।	দলের ইস্তাহারকে বাস্তবায়িত করতেই লোকসভা ভোটে লড়াই।
২৪। কলকাতা উত্তর	সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস)	৬২	বিএসসি		আইন পড়তে পড়তে যুব কংগ্রেসে, পরে দলে বদলে একাধিকবার বিধায়ক ও সাংসদ।	বাংলার জন্য আর্থিক প্যাকেজ কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায় করতে যথাসাধ্য করা।
২৫। হাওড়া (সদর)	প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস)	৫৯	বিএসসি	খেলা (ফুটবল)	ফুটবলার ও ব্যাঙ্ক অফিসার। গত উপনির্বাচনে (২০১৩) হাওড়া থেকেই সাংসদ হয়েছিলেন।	আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল স্টেডিয়াম, ইস্টওয়েস্ট মেট্রোর কাজ শেষ করা।
২৬। উলুবেড়িয়া	সুলতান আহমেদ (তৃণমূল কংগ্রেস)	৬১	বিএ	ব্যবসা	মহামেডান স্পোর্টিং–এর সভাপতি, প্রাক্তন পুরপ্রতিনিধি, বিধায়ক ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী । বিদায়ী সাংসদ।	বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
২৭। শ্রীরামপুর	কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস)	৫৭	বাণিজ্যে স্নাতক, এলএলবি	আইনজীবী	১৯৮৪–তে লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হলফ নামা তৈরিতে সাহায্য। তারপর থেকেই সক্রিয় রাজনীতিতে। প্রাক্তন বিধায়ক ও বিদায়ী সাংসদ।	গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা মেটানো ও রাস্তাঘাট সারানো।
২৮। হুগলি	ডাঃ রত্না দে নাগ (তৃণমূল কংগ্রেস)	৬২	এমবিবিএস (ডিসিএইচ)	চিকিৎসক	প্রাক্তন বিধায়িক, ২০০৯–এ সাংসদ। বাবা গোপাল দাস নাগ ছিলেন মন্ত্রী।	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নে জোর দিতে চাই। আর জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যে নজর থাকবে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

সীমানা ছাড়িয়ে

দেবভূমির অন্তরমহলে

সুজিত চক্রবর্তী

গগত বর্ষাতেই কেদারনাথ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ভয়ঙ্কর পাহাড়ি বন্যা। প্রকৃতির ধ্বংসলীলায় কিন্তু অটুট থেকে গিয়েছিল কেদারনাথ মন্দির। একবছর পরে আবার যাত্রা শুরু হয়েছে কেদারনাথে। পাহাড় আর অরণ্যে ঘেরা উত্তরাখণ্ডকে প্রাচীন আমল থেকে ভারতীয়রা বলে থাকে ভগবানের আবাসস্থল। গঙ্গা–যমুনার সৃষ্টি হয়েছে এখান থেকে। পাশাপাশি রয়েছে অলকনন্দা ও মন্দাকিনী। যাঁকে কপুণে বলা হয়েছে স্বর্গের নদী। পাহাড় আর এই চার নদী ঘেরা উপত্যকায় অবস্থিত ভারতের চার ধাম, যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে অসম–কন্যাকুমারীকা থেকে কোটি কোটি মানুষ ছুটে যান জীবনের পরমপ্রাপ্তির আশায়।

বদ্রীনাথ যাওয়ার পথে পাঁচটি পবিত্র স্থান পড়ে যেগুলিকে প্রয়াগ বলা হয়। এরমধ্যে রয়েছে বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দাপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ এবং দেবপ্রয়াগ। পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী গঙ্গা যখন শিবের জটা থেকে বেরিয়ে আসে তখন তার প্রবল জলস্রোতের ভার পৃথিবী বহন করতে পারে না। চতুর্দিক ভাসিয়ে দেওয়া স্রোতকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য গঙ্গা নিজেকে ভাগ করে ছ'টি প্রবাহিনীতে–অলকানন্দা, ধৌলিগঙ্গা, নন্দাকিনী, পিন্ডার, মন্দাকিনী ও ভাগিরথী। উপরোক্ত প্রত্যেকটি প্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে অপর একটি স্রোতের সঙ্গম হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ থেকে ১৩টি জেলা নিয়ে গাড়োয়াল ও কুমায়ূন অঞ্চল ঘিরে তৈরি হয়েছে উত্তরাখণ্ড রাজ্য। মে মাস থেকে অক্টোবর মাস অবধি ভ্রমণার্থীদের জন্য এই জায়গাগুলি খোলা থাকে। তারপরে বরফ পড়ার জন্য এই অঞ্চল বন্ধ হয়ে যায়। আমরা রাজ্য সরকার অনুমোদিত 'গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম' আয়োজিত চারধাম ও পঞ্চপ্রয়াগে ১১ দিনের প্যাকেজ ট্যুরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলাম। এই প্যাকেজে আরামদায়ক গাড়িতে ভ্রমণ ও মণ্ডলের নিজস্ব রেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা ছিল।

দেবভূমি শুরু হয় হরিদ্বার থেকে। আমরা নিজেরা হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ ভ্রমণ করে রাত্রে দেরাদুনে ফিরলাম। পরদিন ভোরেই আমাদের যাত্রা শুরু হল যমুনোত্রী'র উদ্দেশে।

জানকীচেট্টি

দু'বছর আগে জুন মাসে দেরাদুন থেকে সকাল ৭টার সময় একটা গাড়িতে আমরা রওনা হয়ে পড়লাম প্রথম ধাম যমুনোত্রী'র উদ্দেশে। মুসৌরি হয়ে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার পথ জানকীচেট্টি। এরপর আর গাড়ি চলে না। এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়ার পিঠে চড়ে একটা সুঁড়িপথ ধরে আরও প্রায় ১৭০০ ফুট ওপরে উঠলে আসবে যমুনোত্রী। কিছুক্ষণ চলার পর এল লাক্ষামণ্ডল গ্রাম। এখানেই নাকি কৌরবরা পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার জন্য জতুগৃহ তৈরি করেছিল। এরপর আরও কয়েকটা ছোট ছোট সুন্দর জনপদ এল যেমন হনুমানচেট্টি (চেট্টি'র অর্থ জনপদ), স্যান্যাচেট্টি, ফুলচেট্টি আর পথ শেষ হল জানকীচেট্টিতে এসে, তখন বিকেল চারটে। চোখের সামনে রজতশুভ্র বরফে ঢাকা পর্বতমালা নাম 'বানর পুচ্ছ' আর অন্য দিকে ঘন সবুজ অরণ্য। কি যে নৈসর্গিক দৃশ্য তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

জানকীচেট্টিতে মণ্ডলের দু'টো বিশ্রামশালা আছে। একটা নীচে বাস স্ট্যান্ডের কাছে আর দ্বিতীয়টি প্রায় শ'খানেক ফুট ওপরে পাহাড়ের গায়ে। ওপরে উঠতে হবে না ভেবে আমরা নীচেরটাতেই ঢুকে পড়লাম। বেয়ারা এসে চাবি খুলে আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দিল আর এক কাপ গরম চা দিয়ে গেল। আমি চা খেতে খেতে দেখি কোথা থেকে শ'য়ে শ'য়ে মাছি এসে আমাদের চারিদিকে বন বন করে ঘুরছে। ওপরে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে দেখি মৌমাছির চাকের মতো কালো হয়ে রয়েছে মাছিদের ঝাঁক। আমাদের চিৎকারে বেয়ারা ছুটে এল আর জানাল এই বিশ্রামশালার সব ঘরেই এরকম মাছির উৎপাত। ও আমাদের ওপরের বিশ্রামশালায় যাওয়ার জন্য উপদেশ দিল। ওপরের বিশ্রামশালাটি চিত্তকর্ষক। চারিপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানানসই। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল আর ঠান্ডাও খুব। আর দেরি না করে গরম জলে স্নান করে ডাইনিং হলে ভোজন সেরে ঘরে গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটা কথা, চারধাম এবং তার আশেপাশে কোনওরকম আমিষ খাবার, এমনকি ডিম পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

যমুনোত্রী

পরেরদিন সকাল ৭টার সময় একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যমুনোত্রীর পথে রওনা দিলাম। অনেকে যাচ্ছিলেন ডুলি করে। একটা চেয়ারের দুপাশে হাতলের মতো করে বাঁধা। ওই চেয়ারে একজন যাত্রী বসে আর দু'জন লোক একজন সামনে, একজন পিছনে দুপাশে দুই হাতল কাঁধের ওপর তুলে ওই যাত্রীকে বয়ে নিয়ে যায়। পথের দৃশ্য অপূর্ব। দুই পাহাড়ের মাঝে দিয়ে বয়ে যাওয়া যমুনা আর সামনে তুষারাবৃত পাহাড় দেখতে দেখতে যমুনা মায়ের মন্দিরে এসে পৌঁছালাম। যমুনোত্রী ধাম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১ হাজার ফুট উপরে অবস্থিত। যমুনার উৎস ৫০০ ফুট ওপরে অবস্থিত সপ্তর্ষিকুণ্ড থেকে। তার ওপরে চম্পাসর হিমবাহ। একটা ছোট্ট লোহার সেতু পেরিয়ে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। প্রথমেই পড়ল সূর্যকুণ্ড নামের এক গরম জলের ঝর্ণা। জল এতই গরম যে কাপড়ে চাল বেঁধে কুণ্ডে ৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখলেই ভাত হয়ে যায়, আর সেই ভাতই হয় মা যমুনার প্রসাদ। কুণ্ড থেকে কয়েকটি পাইপের মাধ্যমে জল আসে একটি কৃত্রিম জলাশয়ে। কয়েকধাপ উপরে উঠেই মূল মন্দির। সেখানে ঢোকার মুখেই একটা পাথরের স্তম্ভ, নাম দিব্যশিলা। গর্ভগৃহে ঢোকার আগে এখানে পুজো দিতে হয়। মূল মন্দিরটি নয় শতকের রাজস্থানের জয়পুরের রানি গুলেরি দেবীর আনুকুল্যে তৈরি হয়। বিকেলে ফিরলাম জানকীচেট্টি। এরপর গঙ্গোত্রী যাওয়ার কথা আগের একটি সংখ্যাতে লেখা হয়েছে তাই এবার উত্তরকাশী যাওয়ার কথাতেই চলুন।

উত্তরকাশী

এই জেলার সদর শহরের নামেই জেলার নাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৫০০ ফুট উপর থেকেই ২০ হাজার লোকের বসতি এই শহরে। এখানে রয়েছে নেহেরু মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। যার কৃতী ছাত্রী ছিলেন প্রথম এভারেস্ট জয়ী মহিলা বাচেন্দ্রি পাল। এখানকার বিশ্বনাথের মন্দিরে পুজো দিয়ে ভাগীরথির তীরে ঘুরে মন আপ্লুত হয়ে গেল। পরেরদিন আবার পাহাড় যাত্রা।

তিলওয়ারা

উত্তরকাশী থেকে সকাল ৯টায় বেরিয়ে ১৭০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে রুদ্রপ্রয়াগ শহর হয়ে বেলা ৪টে নাগাদ এসে পৌঁছলাম তিলওয়ারা। তিলওয়ারা রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথ মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরে। রুদ্রপ্রয়াগ জেলার মুখ্যালয় সেই কারণে তিলওয়ারার থেকে অনেক বেশি উন্নত। তিলওয়ারা খুবই ছোট্ট একটা শহর, দেখার মতো কিছু নেই। পরের দিন সকাল সকাল কেদারনাথের পথে বেরিয়ে পড়তে হবে, তাই এদিক ওদিক না গিয়ে পুরোপুরি বিশ্রাম নেওয়াই ঠিক করলাম। এখানে তেমন কোনও রেস্টুরেন্ট নেই, তাই পরিচারকদের রান্না খেয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

আগামী সপ্তাহে আমাদের সফর
কেদারনাথ, গুপ্ত কাশী, বদ্রীনাথ

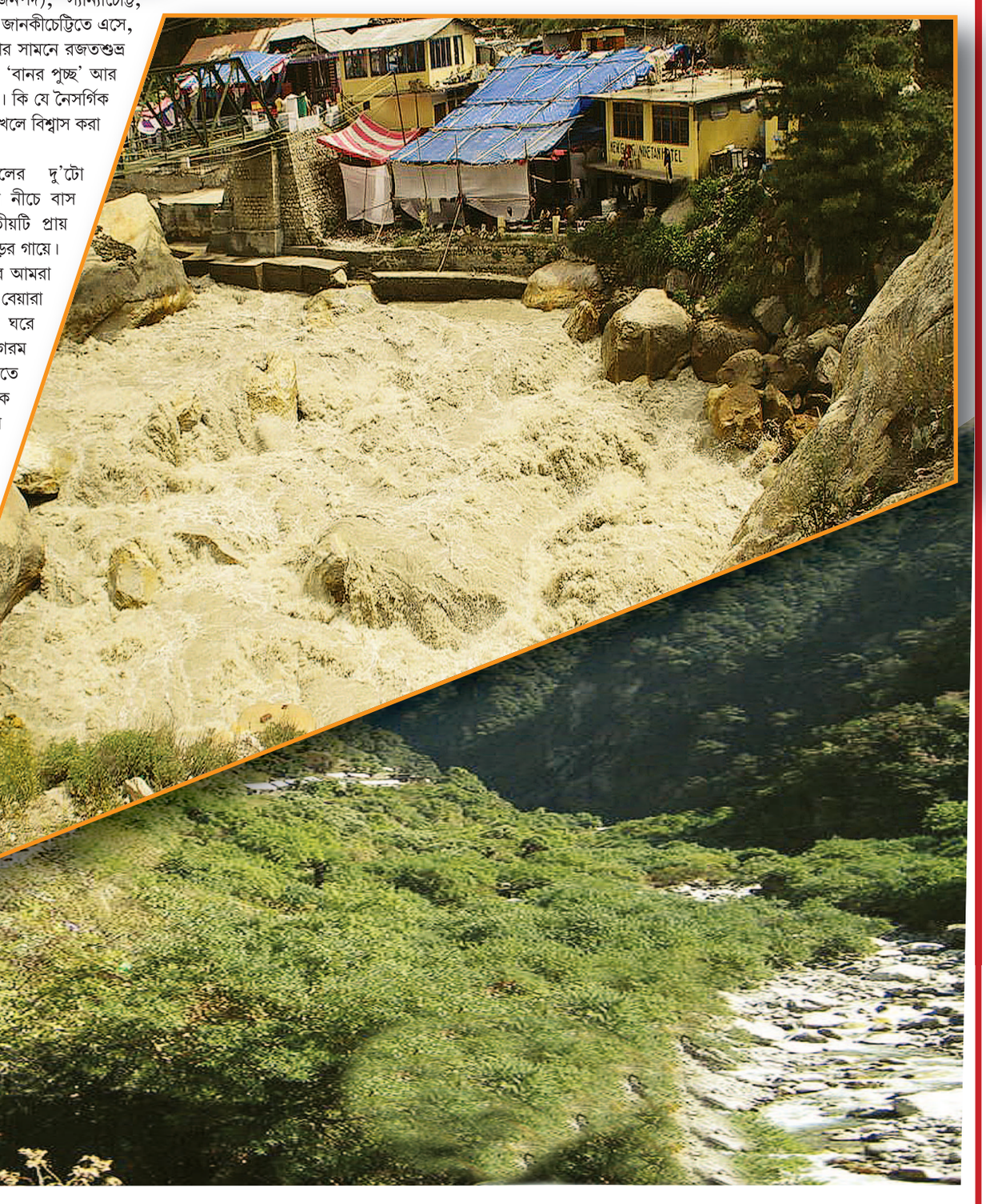

শরীর নিয়ে কথা

পেটের কি ধরনের সমস্যা ক্যানসারে পরিণত হতে পারে

আমরা বাঙালিরা নিজেরাই নিজেদের সম্বন্ধে বলে থাকি পেট রোগা অথচ তেল–ঝাল খাওয়ায় আমাদের বিরাম নেই। তার ওপর যতই তাপমাত্রা ৪০–৪২ ডিগ্রিতে পৌঁছাক আর আদ্রতা অসহ্য হয়ে উঠুক এই বিয়ের মরশুমে উৎসব বাড়িতে গিয়ে পেট পুরে বিরিয়ানি আর ফ্রাই খাওয়াতে বিরতি নেই। তাই পেটের কোনও সমস্যা হলেই আমরা চট করে তাকে গুরুত্ব দিই না। নানা ধরনের হজম, অম্লপিত্ত নাশক ট্যাবলেট বা হোমিওপ্যাথির পুড়িয়া খেয়ে সাময়িকভাবে সুস্থ হলে মনে করি ঠিক আছে। কিন্তু এই সমস্যাই দেখা যাচ্ছে ক্যানসার পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।

পেটের বিভিন্ন ব্যথা, অতিরিক্ত মলত্যাগ হওয়াটা সাধারণ পেটের সমস্যা না হয়ে স্টমাক, খাদ্যনালী, গলব্লাডার বা লিভার ক্যানসার হতে পারে। এই প্রসঙ্গে চিকিৎসকরা বলছেন পেটে অস্বস্তি ভাব, গ্যাস, খিদে কমা, ওজন কমে যাওয়া, মাঝে মাঝে বমি হওয়া, কালো মল হওয়া এগুলো যদি ৪–৫ সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে আল্ট্রাসোনাগ্রাফী, এনডোস্কপি করানো উচিত। পেটে ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে যদি হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে তা কোলন ক্যানসারের লক্ষণ। গলব্লাডারের স্টোনের ক্ষেত্রে অপারেশন না করে ফেলে রাখলে ক্যানসার হতে পারে। তাই গ্যাসটিকের সমস্যায় প্রথম পর্যায়েই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

পানীয় জলের দূষণ থেকে সাবধান

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই গরমের শেষ ও বর্ষার সময় বিশুদ্ধ জল যাতে পান করতে পারি তার জন্যও সাবধান হতে হবে। দূষিত জলে যেসব জীবাণু থাকে তার থেকে ডাইরিয়া, হেপাটাইটিস, কলেরা, টাইফয়েড হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। যাঁরা পৌর অঞ্চলে থাকেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই পৌর সংস্থার পাঠানো জল কল থেকে সংগ্রহ করেন পান করার জন্য। এইসব জলে সরবরাহের আগেই ডিসইনফেকট্যান্ট ব্যবহার করা হয় ফলে জীবাণু থাকার সম্ভাবনা থাকা কম। কিন্তু জীবাণুবাহী দূষিত পদার্থ এই জলকে সংক্রামিত করে তোলে। সেক্ষেত্রে নিরাপদ হতে গেলে ওষুধের দোকান থেকে জিওলিন ৪০০ নিয়ে এক লিটার জলে ৩–৪ ফোটা দিয়ে ভাল করে নাড়িয়ে নিয়ে ১০–১৫ মিনিট জল রেখে দেবেন। তারপর নিশ্চিন্তে খেতে পারেন, কোনও ভয় থাকবে না। অপরদিকে, টিউবওয়েলের জল খেলে রাসায়নিক দূষিত পদার্থ সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে যায়। সেক্ষেত্রে পানীয় জলে ট্যাবলেট মিশিয়ে খান। যদি পুকুরের জল খেতে হয় তাহলে ফটকিরি কিনে গুঁড়ো করে নিন। তার সঙ্গে ব্লিচিং পাউডার ও লাইম মেশান। তারপর মিশ্রণটি যে পাত্র থেকে জল খাবেন সেই পাত্রের জলের সঙ্গে মিশিয়ে নেবেন। এবার নিশ্চিন্তে জল পান করতে পারেন।

যাঁরা বাড়িতে পাম্পে জল তুলে ট্যাঙ্কে রাখেন তাঁরা মনে রাখবেন, এই জলধারটি নিয়মিত পরিস্কার করবেন। না হলে যে কোনও সময় জল থেকে সংক্রমিত রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। টিউবওয়েলের জলে অনেকসময় আয়রণ বেশি থাকে সেক্ষেত্রে ফটকিরি মেশান আয়রণ কমবে। পৌরসংস্থার জলে অনেকসময় ক্লোরিনের মাত্রা বেশি থাকলে গন্ধ লাগে। সেক্ষেত্রে একটা খোলা পাত্রে জল নিয়ে ভাল করে নাড়িয়ে কিছুক্ষণ স্থির ভাবে রাখুন। তাতে অতিরিক্ত ক্লোরিন বাতাসে মিশে যায়।

ধর্ম

সমতট ভূমির আদিতীর্থ কালীঘাট

(গত সংখ্যার পর)

''নির্জন মাঠে আপনা–আপনি গাভীর দুগ্ধ বিসর্জন করিবার এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সন্ন্যাসী কৌতুহলাবিষ্ট চিত্তে সেই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং খনিত স্থান মধ্য হইতে কালীর প্রস্তরময় মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হন। সেই মুখই এখন কালীমূর্তি রূপে মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।'' (দ্রষ্টব্য কলিকাতা সেকালের ও একালের পৃষ্ঠা ১১১) নগেন্দ্রনাথ বসু 'বিশ্বকোষে' লিখেছেন, প্রাচীন গোবিন্দপুরের পূর্বাংশ (এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি জেল) জঙ্গল গিরি নামক একজন চৌরঙ্গী যোগী কালীদেবীর কোন পবিত্র চিহ্নের সেবা করিতেন। ওই চিহ্নই দেবীর কনিষ্ঠাঙ্গুলি হিসেবে গোবিন্দপুরে বর্তমান কেল্লা নির্মাণ করিবার সময়ে বর্তমান কালীঘাট নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। উক্ত দেবীপূজক চৌরঙ্গী হইতে বর্তমান চৌরঙ্গী নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

কিন্তু অন্য তথ্য প্রমাণ অনুসন্ধান করে দেখা যায়, গোবিন্দপুরে কেল্লা তৈরি সময় প্রাচীন গোবিন্দপুর থেকে দেবীমূর্তি কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এর অনেক আগে থেকেই দেবীমূর্তি যে কালীঘাটে ছিল তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। নগেন্দ্রনাথ বসু নিজেই লিখেছেন, 'চৌরঙ্গী যোগীগণ এই অঞ্চলে কোনওসময় বসবাস করিয়াছেন কিনা তদ্বিষয়েই সন্দেহ আছে।'

কালীমন্দিরের চারপাশে ৫৯৫।৪।১০ বিঘা জমি মা কালীর দেবোত্তর সম্পত্তি নামে প্রচলিত। পঞ্চান্ন গ্রামের খাসপুর পরগনার অন্তর্গত ছ'সংখ্যক গ্র্যান্ড ডিভিশনের ই.এফ.এম. পি.কিউ চিহ্নিত সাবডিভিশনে এইসব দেবোত্তর ভূমি রয়েছে। অনেকের মতে, ওই দেবোত্তর জম বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী কেশব রায় বা তাঁর ছেলে সন্তোষ রায় মা কালীর সেবার জন্য দান করেন। অন্য একটি মতে, প্রাচীন হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজারা অনেকদিন আগেই এই জমি দান করেছেন। তবে এই দুটি মতের কোনওটির স্বপক্ষেই কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সাবর্ণ চৌধুরীদের দত্তভূমির তায়দাদে কালীঘাট গ্রামের দেবোত্তর সম্পত্তির উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই তায়দাদের লেখা সম্পত্তি কালীঘাটের বাইরে অন্যান্য গ্রামের ও ভিন্ন পরগনার অন্তর্গত। সেখানে দেখা যায়, মা কালীর সেবাইত ছাড়াও অন্যান্য অনেককে দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর লাখে রাজ দান করা হয়েছে। সেগুলির একটিও মা কালীর গ্রামের মধ্যে নেই। তবে কালীঘাট গ্রামের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি, যা সাবর্ণ চৌধুরী সন্তোষ রায় নিজের জমিদারীর অন্তর্গত অন্যান্য গ্রামের জমি মা কালীর সেবার জন্য দান করেছেন।

জমিদার কেশবচন্দ্র চৌধুরী ১৭১৬ খ্রীস্টাব্দের নিমতা বিরাটি থেকে বড়িষায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ওই সময় কলকাতার আশেপাশের জায়গাগুলি পুরোপুরি জঙ্গলে ঢাকা ছিল। তারই মধ্যে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ বসবাস করতেন। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের পর ইংরেজরা গোবিন্দপুর থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের বাস উঠিয়ে দিলে তারা ভবানীপুর ও কালীঘাট অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেন। শোনা যায়, আরও পঞ্চাশ বছর পরে ওয়ারেন হেস্টিংস আলিপুরে হেস্টিংস হাউসের কাছে বাঘ শিকার করেছিলেন।

গোবিন্দপুর থেকে উঠে এসে কালীঘাটে ও তার উত্তরদিকে চড়কডাঙ্গায় বাড়ি তৈরি করে মা কালীর সেবাইত ভবানীদাসের পৌত্রেরা বল্লালীমতে কুলক্রিয়া শুরু করেন। ওই সময়কে কালীঘাট ও ভবানীপুরে গ্রাম স্থাপনের সূত্রপাত বলা যেতে পারে।

মা কালীর মূর্তি প্রকাশের পরে প্রথম কার দ্বারা বা কোন সময় মন্দির তৈরি হয়েছিল তার সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। জানা যায়, ভুবনেশ্বর গিরির সময় অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মা কালীর একটি ছোট মন্দির ছিল। অনেকে মনে করেন, যশোহরের রাজা বসন্ত রায়ের তত্ত্বাবধানে ওই মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। তার আগে সামান্য এক পর্ণকুটিরে মায়ের মূর্তি থাকত।

কালীমূর্তি প্রকাশের বিষয়ে একটি উপন্যাসের সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, 'কেশব রায় কালীর ইমারত প্রস্তুত করাইয়া দেন এবং তাঁহার পুত্র সন্তোষ রায় ওই ইমারতের স্থানে ছোট মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। পরে উহা ভগ্ন হওয়ায় রাজীব লোচন রায় (সন্তোষ রায়ের ভ্রাতৃষ্পুত্র) আলিপুরের তদানীন্তন কালেক্টর মাঃ ইলিয়াট সাহেবের অনুমতিক্রমে বড় মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।'

এই অঞ্চল অতীতে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম তৈরির জন্য ইংরেজরা গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে লোকবসতি তুলে দেওয়ায় ভবানীপুর ও কালীঘাটে জনবসতি স্থাপিত হয়।

কালীঘাট মন্দিরের পূর্বদিকে রয়েছে কালীকুণ্ড হ্রদ। এখন তা ছোট একটি পুকুরের মতো দেখায়। বর্তমান আয়তন প্রায় দশ কাঠা। কথিত আছে, এই কুণ্ডের তীরে মা কালীর চরণাঙ্গুলি পাওয়া যায়। একসময় এই জায়গার সঙ্গে গঙ্গার যোগ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গঙ্গার স্রোত দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হতে থাকায় এই জায়গাটি একটি ছোট্ট জলাশয়ে রূপান্তরিত হয়। এই জায়গার আশেপাশে কূপ খনন করার সময়ে সমুদ্রতটে যে ধরনের মাটির স্তর থেকে এখানে তার হদিস পাওয়া যায়। এর থেকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে সুদূর অতীতে কালীঘাট গঙ্গার গর্ভে ছিল। কালের স্রোতে চর পড়ে এটি মানুষের বাসযোগ্য জমিতে পরিণত হয়েছে। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে কালীঘাটের সেবাইতেরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে কুণ্ডের কিছু সংস্কার করেন। পরবর্তী সময়ে ১৮৮৭ সালে আলিপুর মিউনিসিপ্যালিটি কুণ্ডের পাঁক পরিষ্কার করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও কুণ্ডের সব জল তোলা সম্ভব হয়নি।

কালীঘাট গ্রামে ক্ষত্রিয় রাজকর্তৃক মা কালীর দেবোত্তর জমির দান সম্বন্ধে কোনও অনুশাসন পত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। অন্যমতে, ক্ষত্রিয় রাজার দান স্বীকার কার হলেও ভূমি গ্রহীতার কোনও নাম পাওয়া যায়নি। একসময় সুরবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজার। বাংলার রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁরাই যে কালীঘাটের জমি দেবোত্তর হিসেবে দান করেছেন তার স্বপক্ষেও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আকবরের শাসনকালে 'ওয়াশিল তুমার জমা' নামে বাংলার রাজস্বের যে হিসেব করা হয় সেখানে প্রজাদের কাছে থেকে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু এসময় কালীঘাট গ্রামের জন্য কাউকে রাজস্ব আদায় করতে দেখা যায়নি।

মুরশিদকুলির শাসনকালে ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয়বার রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করা হয়। উল্লেখ্য, তখন কেশব রায় এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। এই সময়েও কাউকে কালীঘাট অঞ্চলে রাজস্ব আদায় করতে দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তির পর কালীঘাট, ইংরেজদের ৫৫ গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেশব রায়ের ছ'য় ছেলের মধ্যে চতুর্থ শিবদেব অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন এবং সাধ্যমতো দান ধ্যান করতেন।

যে কোনও প্রার্থী শিবদেবের কাছে দান প্রার্থনা করলেই তিনি তা পূরণ করতেন বলে সকলে তাকে 'সন্তোষ' বলে ডাকতেন। জমিদারির কাগজপত্রেও 'সন্তোষ রায়' নামটি দেখতে পাওয়া যায়।

মাঙ্গলিকী

ছোটদের ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা: কচিকাঁচা সবুজ সাথী

পত্রিকার পৌষ সংখ্যা আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। নানান সমস্যার জন্য সংখ্যাটি প্রকাশে দেরি হয়েছে। তবে এই দেরি ভুলে যাওয়া যায় কারণ এই সংখ্যায় সংগ্রামী কবি, প্রয়াত সম্পাদক (প্রতিষ্ঠাতাও) বিমল মুখোপাধ্যায়ের 'কচিকাঁচা সবুজ সাথী' লেখার মানে নিজেকে আগের থেকে ছাপিয়ে গিয়েছে। বহু মননশীল, ছোটদের উপভোগ্য কবিতা রয়েছে এই সংখ্যায়। তারই মধ্যে যে সব কবিতা বিশেষভাবে ছোটবড় সকলের মনে দাগ কাটে সেগুলি হল 'শ্রদ্ধেয় বিমলদা স্মরণে' (শশাঙ্ক শেখর মাইতি), শীতের ছোঁয়া (পুতুল ভট্টাচার্য), ঠান্ডা যেন হিম (প্রদীপ কুমার রায়), দূষণ নাশ (বিমল মুখোপাধ্যায়), পরোপকার (অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়)। তবে 'প্যাঁদানি' শব্দটি না থাকলে আরও ভাল হত), সার্কাস (শঙ্কর কুমার চক্রবর্তী), ফড়িং ধরে খাও (সবুজ বরুণ হালদার), নীরব ব্যথা (অনন্যা মিশ্র), দ্বন্দ্ব (কাজী শাহাদাত আলী), ভূতের বিয়ে (সতীনাথ করণ), একটা ছড়া অনেক ছড়া (সতীরঞ্জন আদক) প্রমুখ। আলাদাভাবে উল্লেখ করে হয় সবচেয়ে উজ্জ্বল দুটি কবিতা। এই কবিতা দুটি হল 'ঐ যে পাখি (সোমনাথ ব্যানার্জি) ও পল্টুর কথা (নিত্যানন্দ দাস)। দু'জনকে বিশেষ অভিনন্দন। এই সংখ্যায় প্রকাশিত বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে সুদীর্ঘ কবিতা হল 'কালো জগতের আলো', কবি প্রদীপ সাহা। এটি একটি ব্যতিক্রমী উপভোগ্য রচনা। বিশ্বদীপ পালের ছড়া নাটিকা 'ইচ্ছে' আরও একটি ব্যতিক্রমী রচনা। এটি আগামী দিনে ছোটদের কোনও আসরে অনুষ্ঠিত হলে খুবই ভাল হয়। এই সংখ্যায় গল্প লিখেছেন নিত্যানন্দ বসাক ('ভো কাটা' – খুবই উপভোগ্য মজাদার গল্প), বীরবাহু সাহা ('বাদশার মাসি' – গল্পের মশলা সামান্য,

প্রচেষ্টা ভাল), কল্পনা সেন ('পাখি' – শুরুটা জমেনি, বোঝা যায় শেষের দিকে লেখিকা তাড়াহুড়ো করে গল্পটি শেষ করেছেন)। অসাধারণ মননশীল, উপভোগ্য ও অবৈজ্ঞানিক ধারণাকে চূরমার করে নিবন্ধ লিখেছেন ডাঃ দীপক কুমার পাল। নিবন্ধটির নাম 'হাঁসের মরণ বেলার গান'। তবে কচিকাঁচা সবুজ সাথী যেহেতু ছোটদের পত্রিকা তাই নিবন্ধটি স্কুলের উঁচুক্লাসের ছেলেরা পড়ে বুঝবে। মানিস রঞ্জন গুপ্তের নিবন্ধে আমরা জানতে পারি সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় হয়ে ওঠার কথা। নিবন্ধটির নাম 'এক দুরন্ত বালকের সাহিত্যিক হওয়ার গল্প'। নিবন্ধটি ছোটবড় সকলের ভাল লাগবে। শ্রী গুপ্তের কলমে এই ধরনের আরও লেখা পড়ার আগ্রহ রইল। শ্রদ্ধেয় প্রয়াত বিমল মুখোপাধ্যায়ের কথা বিশেষ করে মনে করিয়ে দেয়। যার খুবই প্রয়োজন আছে। পত্রিকার অসাধারণ, রুচিশীল ও গঠনমূলক সমালোচনা হল প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্যের অনুনিবন্ধ 'শিশুকথা লেখা হোক সহজ সরল'। কচিকাঁচা সবুজ সাথী নামটি নিয়েই একটি বৈঠকী জাদু শিখিয়েছেন বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিভিন্ন ঘরোয়া আসরে ইদানীং তিনি খেলাটি দেখাচ্ছেন, সঙ্গে প্রদর্শন করেন কচিকাঁজা সবুজ সাথী'র সাম্প্রতিক সংখ্যাটি)। এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছে পত্রিকাটিকে ভালবাসার কথা। রয়েছে পত্রিকা ও গ্রন্থ পর্যালোচনা – করেছেন বিধান সাহা, যুগ্ম সম্পাদকের কলমে সম্পাদকীয়তে বিনম্রভাবে পত্রিকা প্রকাশনায় নানান সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই সমৃদ্ধ ছোটদের পত্রিকাটি বাঁচিয়ে রাখতে লেখক–পাঠক সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

যুগ্ম সম্পাদককে অভিনন্দন। অভিনন্দন পত্রিকার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত সকল কবি, সাহিত্যিককে। বিশেষ অভিনন্দন প্রচ্ছদ শিল্পী অমর লাহাকে। পিছনের মলাটে স্বামীজির সাদা কালো স্কেচ, তাঁর বিখ্যাত বাণীর উদ্ধৃতি পত্রিকাকে আরও উজ্জ্বল করেছে।

যুগ্ম সম্পাদক: দেবাশীষ রায় শর্মা (৯৪৩৩৯৭৪২৬৪), বিধান সাহা (৯০৮৮৪৩৯৬৭১)।

লড়াকু সাহিত্যিকদের প্ল্যাটফর্ম

এখন নান্দিক
যুগ্ম সম্পাদক: দেবী প্রসাদ সেন ও দিলীপ পাল

পাঠক গুপ্ত: মধ্যমগ্রাম থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি প্রত্যেক সংখ্যায় কীর্তন নিয়ে মণীন্দ্রচন্দ্র পাল ধারাবাহিক ভাবে যে অসাধারণ গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে চলেছেন, বক্ষ্যমান সংখ্যাটিতে সেই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে নরোত্তমদাস ঠাকুরের জীবন ও কীর্তিকাহিনী। বৈষ্ণব সংস্কৃতির অন্যতম দিশারী এই মানুষটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। মণীন্দ্রবাবু তাঁর সম্বন্ধে লিখে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞভাজন হয়ে থাকলেন। সব চেয়ে ভাল লাগল যে ব্যাপারটি তা হল আর দশটা লিটিল ম্যাগাজিনের মতো এখানে তথাকথিত আতলামি নেই। মাটি থেকে উঠে আসা গল্প–কবিতার পাশাপাশি রয়েছে ভ্রমণের লেখা। এটাই প্রমাণ করে দেয় এই পত্রিকাটি বইমেলায় কাঁধে ঝোলা নিয়ে লিটল ম্যাগ প্যাভেলিয়নে বসে থাকা তথাকথিত আঁতেলদের জন্য নয়। এই পত্রিকার সদস্যরা স্বপ্নর দেখেন এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার যেখানে সত্যিকারের সৃজনশীল মানুষেরা নিজেদের সৃষ্টির স্বাক্ষর রাখতে পারবেন।

বইমেলা ২০১৪ সংখ্যায় রয়েছে একটি বড় গল্প, তিনটি গল্প, একগুচ্ছ কবিতা। বড় গল্প 'আসছে পুজো'–২তে প্রীতম ও রিয়ার কাহিনী মনকে তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। আজকের দিনে প্রেম যখন দেহ সর্বস্ব হয়ে যাচ্ছে এবং মধ্যবিত্ত জীবনে হতাশা নিয়েই লেখকরা ব্যস্ত তখন এই ছোট্ট কাহিনীটি তরুণ–তরুণীদের নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দেবে। কবিতার মধ্যে বিমলকান্তি ভট্টাচার্যের লেখা 'ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক–একটি দুরন্ত দুপুর' একটি অনবদ্য ব্যতিক্রমী কবিতা। যেখানে ছন্দের মধ্যে দিয়ে একটি অফিসের ও একটি মানুষের নিজেকে উপলব্ধি করার ছবি অপরূপভাবে ফুটে উঠেছে। অপরদিকে শৈলেন শীলের লেখা 'ছেলেটা' কবিতার ঋজু মেদহীন লেখণী যেকোনও পাঠকে উদ্বুদ্ধ করবে। গল্পের মধ্যে সুরঞ্জন ঘোষ চৌধুরীর সেলিব্রিটি শুরুতে নজর কাড়লেও শেষ অবধি হতাশ করল।

শেষ পাতে মন ভরে গেল বাদল পালের লেখা 'পারেন' নামক অপরিচিত অথচ কলকাতা থেকে সামান্য দূরত্বের পাহাড়ি স্পটের ভ্রমণ কাহিনীটি পাঠ করে। শৈলেন শীলের আঁকা প্রচ্ছদটিও সংখ্যার প্রকাশ উপলক্ষকে ফুটিয়ে তুললেও শিল্পীর সুনামের শৃঙ্গকে স্পর্শ করতে পারেনি।

সংবাদ–সংস্কৃতির অঙ্গনে

আলিপুর বার্তার নতুন আঙ্গিকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল ১৪ মে 'শব্দের ঝংকার' সাহিত্য পত্রিকার মাসিক সাহিত্য সভায়। অনুষ্ঠানে কাগজ প্রকাশ করলেন ময়না কলেজের অধ্যক্ষ ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন (বাঁদিকে)। সঙ্গে রইলেন কবি দেবাশীষ দাশগুপ্ত, মঙ্গল বন্দ্যাপাধ্যায়, সাংবাদিক–জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতশিল্পী অদিতি রায়। **ADVT**

লোকশিল্প–কারুকৃতি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা আকাডেমি ২৮তম লোকশিল্প ও কারুকৃতি মেলার আয়োজন করল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দ্বারকানাথ মঞ্চে ৬ থেকে ৯ মে। মেলার উদ্বোধন করলেন চিত্রশিল্পী ধীরাজ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আকাডেমির চেয়ারম্যান ও রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী। এবার মেলাতে বিভিন্ন জেলা থেকে যে ৫০ জন লোকশিল্পী তাঁদের শিল্পকর্ম নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করল উত্তরবঙ্গের মেচ–রাভা সম্প্রদায়ের শিল্পীদের কাজ, পশ্চিম মেদিনীপুরের মোষের সিং–এর কাজ, কোচবিহারের শীতলপাটি, বর্ধমানের কাঁথা, বাঁকুড়ার ডোকরা প্রভৃতি।

লোক সংস্কৃতির কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ উত্তরবঙ্গের মেচ, রাভা, ধীমাল, তামাং ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের শিল্পীদের তালবাদ্য ও তারবাদ্য নিয়ে কিছুদিন আগেই জলপাইগুড়ির ময়লাগুড়ি কলেজে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়েছিল। বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে ছিল ঢোল, সারিন্দা, মুখ বাঁশী, খাম ঢোল, হেম ঢোল, ধাম্পু ঢোল, বাসিঙ্কো দোতারা। কর্মশালায় বিখ্যাত সঙ্গীত গুরুদের কাছে প্রশিক্ষণ নেন ৬৭টি জন ছাত্রছাত্রী। এঁরা বৃন্দবাদন পরিবেশন করেও অনুষ্ঠানস্থল আমোদিত করেন।

কবি প্রণাম

এ দাস: গত ২০ মে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ ইন্সটিটিউটে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক রণোগুহ ঠাকুরতার কয়েকজন ছাত্রছাত্রী মিলে এক কবি প্রণামের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে সুচনা হয় সুভেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠের মাধ্যমে।

এরপরে সমবেত সঙ্গীত 'চিরবন্ধু চিরনির্ভর চিরশান্তি' পরিবেশন করেন ছাত্রছাত্রীরা। এরপর আরাত্রিকা মুখার্জি 'নিশিদিন মোর পরাণে', 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই', শুভায়ু সেনগুপ্ত'র কণ্ঠে 'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে', লিলি চক্রবর্তী'র কণ্ঠে 'তোমার নয়ন আমায় বারে বারে', 'কী সুর বাজে আমার প্রাণে, নুপুর সেনগুপ্ত'র কণ্ঠে 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই', 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি', শর্মিলা রায়চৌধীরী'র কণ্ঠে 'প্রভু আমার প্রিয় আমার', 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে', সঞ্চিতা গাঙ্গুলী'র 'তোমায় নতুন করে পাব বলে', 'আমি তারে খুঁজে বেড়াই' গানগুলি উপস্থিত অল্প সংখ্যক দর্শকের প্রাণ ছুঁয়ে যায়। সেইদিন সন্ধ্যায় এছাড়াও নভনীল হাজরা, মিতালি মিত্র, সুপর্ণা চ্যাটার্জি, বর্ণালী কর ও সুতপা গোস্বামীর গান খুব শ্রুতিমধুর হয়। প্রত্যেকের গানের মাঝে শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্ণালী করের ভাষ্য পাঠ সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে অত্যন্ত বর্ণময় করে তোলে।

কলকাতায় বিটজার গ্রিন পয়েন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বিশ্ববিখ্যাত জার্মান রেফ্রিজারেটর কমপ্রেসর সংস্থা 'বিটজার' দিল্লি, মুম্বাই ও বেঙ্গালুরুর পর সম্প্রতি কলকাতায় তাদের গ্রিন পয়েন্ট পরিষেবা চালু করে পূর্বাঞ্চলে তাদের ব্যবসা সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পরিচিতি ঘটাতে চলেছে। সঙ্গে থাকছে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও।

সংস্থা আশা করে যে কলকাতা কেন্দ্রটি উত্তরভারতে বাড়তে থাকা মাছের চাষ ও খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবসায় সহায়ক হয়ে উঠবে। ১৯৩৪ সালে জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই সংস্থা ৯০টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। 'বিটজার এশিয়া'র প্রধান অধিকর্তা রব ব্রুয়ন বলেছেন, ভারতের শিল্প যোজনায় পূর্ব ভারতের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই তাঁরা কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন।

আনন্দময়ী মায়ের জন্মোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কংখল (হরিদ্বার): শ্রী আনন্দময়ী মায়ের ১১৯তম জন্মোৎসব কংখল আশ্রমে অনুষ্ঠিত হল ৩ মে থেকে শুরু করে দুই সপ্তাহ ধরে। মায়ের বিশেষ পুজো, হোম, ধর্মীয় সঙ্গীত, সাধু ভাণ্ডারা ও নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। ১৮ মে সারাদিন ব্যাপী ধর্মীয় সভায় প্রবচন দেন হরিদ্বারসহ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত সাধু, সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ। শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের সম্পাদক প্রদীপ ব্রহ্মচারী জানালেন, তাঁদের আশ্রমের পক্ষে পরিচালনা করা হয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক স্কুল ও দরিদ্রদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়।

দমদম গোলপার্কে রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা

দীপককুমার বড় পন্ডা: গত ২৫ মে দমদমে গোলপার্ক নাগরিক সমিতি আয়োজন করেছিল রবীন্দ্র–নজরুল জন্মজয়ন্তীর। নাগেরবাজার গোলপার্কের সুন্দর মনোরম পরিবেশে এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উদ্বোধন করেন গোলপার্ক নাগরিক সমিতির সম্পাদক বি বি কোনার। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, দমদম গোলপার্ক এলাকার প্রাচীন ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের এই প্রয়াস। চারিদিকে যে অবক্ষয় চলছে তার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এলাকার মানুষের সহযোগিতাতেই আমাদের এই পথ চলা। এদিনে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সঙ্গীতালেখ্য, সুরের আগুন, দুর্গমগিরি কান্তার মরু, কাল মৃগয়া, মোমের পুতুল নৃত্যানুষ্ঠান, বীরপুরুষ কবিতার সঙ্গে অভিনয়, আবৃত্তি, যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতি। অংশগ্রহণকারী এবং পরিচালকরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা।

আমরা ব্যতিক্রমী

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ সম্প্রতি সল্টলেকের রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে বেলেঘাটার আমরা ব্যতিক্রমী সংস্থার তৃতীয় বার্ষিকী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার সূচনা করলেন সংস্থার সভাপতি সন্তোষ কুমার বর্মণ প্রদীপ প্রজ্জ্বোলনের মাধ্যমে। স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার সচিব উত্তীয় সেনগুপ্ত। দর্শকদের মাতিয়ে দেয় অর্চিষ্মান বসুর সিনথেসাইজারে রবীন্দ্র সঙ্গীত, রূপশ্রী মণ্ডল, অর্চনা ঘোষ, সুদেষ্ণা বিশ্বাসের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত। বিথী ঘোষ–তপন সিনহা পরিবেশিত শ্রুতিনাটক কর্ণ কুন্তি সংবাদ এবং তানিশা সরকার ও নন্দিতা মুখোপাধ্যায়ের নাচও তৃপ্তি দিল সকলকে। এলাকার পাঁচ বিশিষ্ট চিকিৎসককে সম্মান জানানো হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠান প্রচার ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন চিত্র সাংবাদিক গোপাল দেবনাথ। সংস্থার কাজ নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

চোখের আলোয় দেখেছিলাম

'চোখই মুখের আয়না' একথা ঠিকই। কিন্তু এই চোখ যখন আক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন আমরা যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ি এক অজানা আতঙ্কে – 'ঠিকভাবে দেখতে পারব তো, সুন্দর পৃথিবীর বর্ণময় রূপগুলোকে।' গ্লুকোমা, চোখের ছানি অথবা চোখের নানাবিধ সমস্যাগুলিকে একই ছাদের নীচে দুঃস্থ থেকে সাধারণ মধ্যবিত্তের জন্য চোখের আধুনিক চিকিৎসার আয়োজন করেন একদল সুদক্ষ চিকিৎসককে নিয়ে। এক তরুণ উদ্যোগী চক্ষুচিকিৎসক হীরাশঙ্কর ভৌমিক। যদিও সাধারণ মানুষের মধ্যে দৃষ্টি ফেরানোর অঙ্গীকার নিয়ে যেন পথে নেমেছেন 'দৃষ্টি আইকেয়ার সেন্টারে'র কর্মীবৃন্দ। সম্প্রতি নতুন বছরের একটি সকালে স্বামী সর্ব্বনন্দজী মহারাজের উদ্বোধনের মাধ্যমে 'দৃষ্টি উপহার দিল' সর্বসাধারণের জন্য একটি নতুন চিকিৎসাকেন্দ্র। বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে ও সকলের জন্য বিনামূল্যে ওই দিনের চিকিৎসা পরিষেবা উপস্থিত সকলের মধ্যে আগামী দিনে পরিষেবা বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপনের ইঙ্গিত দেয় বলে ধারণা সংস্থার অধিকর্তা ডাক্তার হীরাশঙ্কর ভৌমিকের।

হৃদয়ের দায়ে আবদ্ধ মোরা

কোনও পরিবারের অভিভাবক হয়ে নয়, সমগ্র সমাজ পরিবারের সদস্য হয়ে ওটার আশা যাদের অন্তরে তার আর কেউ নন, পুরকর্মীদের সমাজ ভাবনা একটি সংগঠন– 'দায়বদ্ধ'। যে সংগঠনের প্রতিটি সদস্যর মধ্যে এক অদ্ভুত সামাজিক দায়বদ্ধতা লক্ষ্য করা গেল সম্প্রতি চ্যাপলিন স্কোয়ারে একটি মিলনোৎসবে। কখনও লোকশিল্পের উন্নয়নের লক্ষে, কখনও অনাথ আশ্রমে পাশে অর্থ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে, আবার কখনও বা লিভার ফাউন্ডেশনের ও দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করে। সব মিলিয়ে দেখা যায় সারাবছর বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠনের এবং মানুষের সঙ্গে থেকে তাদের সদস্যরা যেন বলতে চায় – 'দুঃখী মানুষ, অনাথ মানুষ। আর্ত মানুষ তোমরা কেউ একা নও, আমরা তোমাদের পাশে আছি ৩৬৫ দিন।'

–– **শ্রী তাপস**

খুশীর দিঘিতে অবগাহন

বই আলোচক: ২৮ পাতার মধ্যে ১৪টি মন ভরানো গল্প। আজকে টিভি আর ইন্টারনেট বই পড়ার অভ্যাসকে যতই কমিয়ে দিক, হলফ করে বলা যায় এই বইয়ের শুরু থেকে শেষ এক নিঃশ্বাসে না পড়া অবধি কোনও শিশুর হাত থেকেই বইটি কেড়ে নিতে পারবেন না। অপুর ঘাড়ে ভূতের আছাড়, ক্যাবলা কেন হাসে, বদমেজাজী শেয়াল, মেছো পত্নীর সাতকাহন, এইসব গল্পগুলি শিশুদের অভিভাবকদেরও একটানে পড়িয়ে নিতে বাধ্য করবেন লেখক। সব অবশ্য মজার গল্প নয়। ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্যটা এবং রহস্যময়ী শ্মশান পড়ে বেশ গা ছমছম করবে। সব থেকে ভাল লাগে যেটা তা হল প্রত্যেকটি গল্পের শুরুতে শঙ্কর বসাকের আঁকা গল্পের বিষয় অনুযায়ী মনমাতানো স্কেচ। তবে বইটির দাম ৩৫ টাকা। এটা কিন্তু অনেক অভিভাবকের পকেটের পক্ষে বেশ পীড়াদায়ক। তবু প্রকাশককে ধন্যবাদ, এমন একটি বই আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। **পদ্ম দিঘির মেয়ে সুভাষচন্দ্র মণ্ডল, সন্ধ্যা প্রকাশন, কলকাতা– ৯**

REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I. NO. - 13709/66

ক্রীড়া বার্তা

গরমের জন্য ইউরোপের দেশগুলো সমস্যায় পড়বে

প্রাক্তন ভারতখ্যাত গোলরক্ষক শিবাজি বানার্জি জানালেন অভিমন্যু দাসকে।

আর ঠিক দু'সপ্তাহ পড়েই ফুটবলের সবচেয়ে বড় মহাযুদ্ধ বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৪ শুরু হতে চলেছে। এবারের আয়োজক দেশ ব্রাজিল। স্বাভাবতই ব্রাজিলের উপর একটা ভাল কিছু করার প্রত্যাশার চাপ রয়েছে। ব্রাজিল দলটি এবছর যথেষ্ট শক্তিশালী দল এবিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখে না। সেইভাবে নির্দিষ্ট কোনও দলকে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন দল রূপে চিহ্নিত না করলেও আয়োজক দেশ ব্রাজিল ছাড়া স্পেন, জার্মান ও আর্জেন্টিনাকে শেষ চারে দেখতে পাবো বলে মনে হয়। তবে এর বাইরে যে অন্য কোনও দল আসবে না তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। অঘটন প্রতিবছরই ঘটে। এবছরও যে তার ব্যতিক্রম হবে না তা এই মুহূর্তে দাড়িয়ে বলা খুব কঠিন। প্রথম পর্বের কয়েকটি ম্যাচের পর চিত্রটা খুব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন কারা প্রথম চারের –এর লড়াই–এ থাকবে সে সম্পর্কে বলা যেতে পারে।

ব্রাজিলের আবহাওয়া কিছু এবছর যথেষ্ট ফ্যাক্টর হয়ে দাড়াতে পারে। প্রচণ্ড গরম সেখানে। ফলে ইউরোপিয় দলগুলিকে এই গরম আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে একটু সমস্যা হবে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছুদেশ সেখানে চলে গিয়েছে আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য।

এবারের নতুন কোনও ছককে দেখা যাবে বলে মনে হয় না। এখন গোটা বিশ্বের প্রায় সমস্ত দলই ৪–২–৪ অথবা ৪–৩–৩ প্রথায় খেলে আসছে। এই ছকেই ক্লাবগুলো সবকটা প্রতিযোগিতাই খেলছে। আমার মতে সব কোচই নিজের দুর্গ আগলে রেখে আক্রমণে যাবে। সব খেলাই যে খুব চিত্তাকর্ষক হবে তাঁর কোনও মানে নেই। তবে বেশিরভাগ খেলাই ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে।

এবার আমার চোখে 'কালো ঘোড়া' বলে কোন বিশেষ দলকে চিহ্নিত হচ্ছে না। প্রত্যেক দলের মধ্যেই ফারাক উনিশ–বিশ। বিশেষ করে ইউরোপিয় দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এশিয় দলের সঙ্গে বিশ্বের অন্য দলগুলির মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে। তবে এশিয়ার মধ্যে জাপান কিছু দাগ কাটতে পারে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া কিন্তু কিছুটা বেগ দিতে পারে। অফ্রিকার দলগুলি সম্পর্কে কোনও আগাম কিছু বলা কঠিন। কারণ আফ্রিকার দলগুলো প্রত্যেকবারই কোনো না কোনো অঘটন ঘটায়, কাজেই এবারও কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকরা কি অঘটন ঘটাবে তা বলা খুবই দুঃসাধ্য কাজ।

নিজে দুর্গের শেষ প্রহরী ছিলাম বলেই তাদের প্রতি একটু বিশেষ নজর আছে। জার্মানের গোলরক্ষকের প্রতি একটু বিশেষ নজর রয়েছে। এছাড়া স্পেনের ক্যাসিয়াস এবং ইতালির বুফোঁর প্রতি তো নজর থাকবেই। তবে মেসি নেইয়ার রোনাল্ডোকে বাদ দিয়ে আর কাউকে এই মুহূর্তে তারকা খেলোয়াড় রূপে ভাবতে পারছি না।

বেহিসেবী দুঃসাহসকে ক্ষমা করেন না পর্বত দেবতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্ববিখ্যাত এক পর্বাতোরোহীকে এক অন্য জগতের সেলিব্রিটি বলেছিলেন, এত ঝুঁকি নিয়ে বার বার কেন পাহাড়ে যাও? অভিযাত্রী মৃদু হেসে বলেছিলেন, পর্বতশৃঙ্গগুলি ওখানে আছে তাই যাই। বাংলার সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী প্রাণেশ চক্রবর্তী শুনিয়েছিলেন, মমস্পর্শী ঘটনা। এক অনুষ্ঠানে তরুণ এক অভিযাত্রীর স্ত্রী তার শিশুপুত্রকে পাশে বসিয়ে

কাঞ্চনজঙ্ঘা যাওয়ার প্রাক–মুহূর্তে নিজের বাড়িতে ছন্দা। ছবি:অভি দাস

প্রাণেশবাবুকে বার বার অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর স্বামীকে এই নেশা থেকে বিরত করার জন্য। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, দাদা আমার মনে কেমন কুঁ ডাকছে। ওকে যেতে বারণ করুন। সেই তরুণ তাঁর পরবর্তী অভিযানে গিয়েই পাহাড়ে দুর্ঘটনাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

একথা ঠিক, যাঁরা পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেন তাঁদের প্রতিপদেই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। যতই সাবধান হয়ে চলাফেরা করুন না কেন যেকোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। এমনকী বিপদজনক পথে যাঁরা ট্রেকিং করেন তাঁদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কিন্তু ছন্দা'র ব্যাপারটা একটু পৃথক। পথ প্রদর্শক তাশি শেরপা জানিয়েছেন, ছন্দা যেচে বিপদ ডেকে এনেছিল। এর আগেই ছন্দার অন্যান্য সঙ্গী যাঁরা ইয়ালুং কাং–এ না গিয়ে ফিরে এসেছেন তাঁরা এবং অন্যান্য প্রবীণ পর্বতারোহণ বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন এইভাবে পর পর দুটি কঠিন শৃঙ্গে যাওয়া একেবারেই অনুচিত ব্যাপার। কারণ, একটি শৃঙ্গ জয় করার পরই শরীরে যে পরিমাণে এনার্জি ক্ষয় হয় তাতে কখনই অপর একটি শৃঙ্গে অভিযান উচিত নয়। এর আগে এভারেস্ট অভিযানের পরে ছন্দা ল্যোৎসে শৃঙ্গ জয় করেছিলেন। তার ফলে এই দুঃসাহস ভর করেছিল তাঁর ঘাড়ে। আসলে ছন্দা প্রত্যেকটি অভিযান করেছেন বিশাল পরিমাণ ধারদেনা করে। কিছু স্পনসরশিপ পেয়েছিলেন, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। তার ফলে এবারও তার লক্ষ্য ছিল একই খরচে দুটি শৃঙ্গ জয় করার। এটা অতিরিক্ত দুঃসাহস ছাড়া কিছু নয়। কারণ, সকলেই জানেন এভারেস্ট অভিযান এখন অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। পর্বতারোহীদের কাছে আজকে এভারেস্ট জয়টা অনেকটা প্যাকেজ ট্যুরের মতো। তাই এখন দেখা যাচ্ছে, কেউ অক্সিজেন না নিয়েই উঠে যাচ্ছেন আবার ১৩ বছরের কিশোরীও এভারেস্ট জয় করে ভারতব্যাপী মিডিয়ার শিরোনামে আসছেন। এভারেস্ট জয়ের পরে যখন ছন্দার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম আমরা, তখন তিনি নিজেই বলেছিলেন, এভারেস্টের থেকে ল্যোৎসে শৃঙ্গ জয় করতে অনেক বেশি কষ্ট করতে হয়েছে। এবার কাঞ্চনজঙ্ঘায় যাওয়ার কয়েকদিন আগে যখন ছন্দার বাড়িতে যাই তখন বার বার বলছিলেন এবারের অভিযান কিন্তু অনেক কঠিন। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে ছন্দা যে ঝুঁকির কথা জানতেন না তা নয়, তবু কেন কাঞ্চনজঙ্ঘা জয়ের পরে এই দুঃসাহস দেখাতে গেলেন। দুর্ঘটনার সময় থেকেই প্রত্যেকে কিন্তু একসুরে একটা কথাই বলেছেন যে, ইয়ালুং কাং অনেক বেশি দুর্গম। এ বিষয়ে তাশি শেরপার বক্তব্য শোনা যাক। তিনি বলেছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘার মূল শৃঙ্গে রওনা দেওয়ার আগে ১৬ তারিখ রাতেই ইয়ালুং কাং–এর পথে পাহাড়ে খানিকটা দড়ি আগাম লাগিয়ে রেখে এসেছিলেন। এটাই রীতি। ১২ ঘণ্টার বেশি সময় ২০ তারিখ বেলা ১২টা নাগাদ ফুরিয়ে যায় দড়ি। তখনই তাশি ফেরার কথা বলে। কারণ দড়ি ছাড়া ওই পথে এগোনো মানেই বিপদের আশঙ্কা। কিন্তু ফিরতে হবে শুনেই আপত্তি জানায় ছন্দা। তাশি বোঝাতে গেলে কেঁদে ফেলেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে বলেন শৃঙ্গ না ছুঁয়ে ফিরলে পরের বার থেকে আর স্পনসর পাব না।

শেষ অভিযানের আগে অবসন্ন ছন্দা।

পাহাড়ে চড়ার নিয়ম – সকলকে নেতার সিদ্ধান্ত মানতে হয়। কিন্তু ছন্দা তা অমান্য করে এগোতে শুরু করলেন। আরও ৩০০ মিটার এগিয়ে বেলা ৩টের সময় শৃঙ্গ যখন খুবই কাছে, শুরু হয় তুষারঝড়। তাশি বলছেন, ওই সময় তিনি নাকি আর রাজি হননি। বাধ্য হয়ে ছন্দা ফিরতে শুরু করেন। সেই ফেরার পথেই ঘটল এই দুর্ঘটনা।

একটা কথা আছে, দুঃসাহস ভাল। কিন্তু তা যদি বোকামি হয়ে যায় তখন সবই ব্যর্থ। ছন্দার এই ঘটনা ভবিষ্যৎ পর্বতারোহীদের একটা শিক্ষা দিয়ে গেল, প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মকে অস্বীকার করে অভিযাত্রী হওয়া যায় না।

এটা ক্রিকেট খেলা নয় যে, পেশিতে প্রচণ্ড ব্যাথা বা চোট থাকলে ইনজেকশন নিয়ে মাঠে নেমে সেঞ্চুরি করে দিলাম। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, যেভাবে পাহাড়ের প্রাকৃতিক ভারসাম্য লঙ্ঘন করে এখন পর্বতারোহনের পথ সুগম করা হচ্ছে, তা কিন্তু আর কয়েকদিন বাদেই বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে। সত্য হয়ে উঠবে রামমোহন রায়ের লেখা সেই বিখ্যাত কবিতার পংক্তি – 'শেষের সে দিন ভয়ংকর...'।

ক্রেজ ফিরলেও আইপিএল–এর স্বচ্ছতা নিয়ে সন্দিহান ক্রিকেটপ্রেমীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দল গঠনের নিলামের সময় কলকাতা নাইট রাইডার্সের কর্তাদের তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়েছিলাম আমরা। কারণ, দলে উপযুক্ত স্পিনারের অভাব ছিল। ঘরের ছেলেদের প্রায় কাউকেই নেওয়া হয়নি। কিন্তু ২৮ মে সন্ধ্যে বেলায় গৌতম গম্ভীরের ছেলেরা সব সমালোচনাকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে পৌঁছে গেল সপ্তম আইপিএলের ফাইনালে। ইডেনের দর্শকরাও দেখতে পেলেন কিং খানের দুরন্ত ডিগবাজি। আসলে দল নিয়ে যত সমালোচনাই হোক টুর্ণামেন্ট চলাকালীন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত গৌতম গম্ভীরের কলম পড়ে বোঝা যাচ্ছিল দলের মধ্যে একতা এবং আত্মবিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায়। দুবাইয়ের মাঠে পিছিয়ে থাকলেও ঘরের দর্শকের সামনে এসে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন পাঠান, উথাপ্পা, মনীশরা। এমনকী সূর্য যাদব দুস্থাতেরাও তাল দিয়ে সঙ্গত করে গিয়েছেন। কাগজ কলমের হিসেব অনুযায়ী পাঞ্জাব টিমকে আমরা সবথেকে এগিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু দেখা গেল, ম্যাক্সওয়েল এবং মিলারের ওপরই ওরা বেশি নির্ভরশীল। সেই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েই ফাইনালে পৌঁছিয়েছে নাইটরা।

শ্রীনিবাসন বিতর্ক নিয়ে ভারতের ক্রিকেট জগত যখন জমজমাট তখন একটা সংশয় কিন্তু

মানুষের মনে বার বার দানা বেঁধেছে যে, আইপিএল খেলাটি কতটা স্বচ্ছভাবে হয়। নাইটদের জয় নিয়ে কলকাতাবাসী ও শাহরুখ ভক্তরা যতই উচ্ছ্বসিত হন না কেন, নিন্দুকেরা প্রশ্ন তুলতে ছাড়ছেন না যে, এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য আছে কিনা। এবার নির্বাচনের জন্য আইপিএলের প্রথম দফা খেলা হয়েছিল ভারতের বাইরে। যার ফলে এই প্রতিযোগিতা ঘিরে উত্তেজনা প্রথমদিকে ততটা দানা বাঁধেনি। কিন্তু ভারতের মাটিতে আসার পরেই বিশেষত নাইট রাইডার্স জয়ের মুখ দেখা মাত্রই বাজারে চেহারা কিন্তু অনেকটাই পাল্টে গেল। এটাও অনস্বীকার্য, কলকাতার দর্শকদের উন্মাদনা এবং দল বিজয়ের পর শাহরুখ খানের মাঠের মধ্যে শারীরিক ভাষা আইপিএলের সেনসেক্স হু হু করে তুলে দিয়েছে। একথা আজ কারুর বুঝতে বাকি নেই আইপিএল খেলাটি হয় দর্শকদের তাৎক্ষণিক আনন্দ দিয়ে ব্যবসায়ীদের মুনাফা লোটার আশায়। তাই পাঞ্জাবকে হারিয়ে কলকাতার জয়, মুম্বাইকে হারিয়ে ধোনির টিমের জয় কিছুতেই ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে সন্দেহের উর্ধ্বে উঠতে পারে না।

আইপিএল খেলায় খেলোয়াড়দের ভাবভঙ্গি দেখে বার বার একটা ব্যাপার বোঝা যায় এই খেলাটিকে আন্তর্জাতিক সার্কিটে ফর্মে থাকা ক্রিকেটাররা অনেকটা হাল্কাভাবে নেন। অতিরিক্ত কিছু অর্থ উপার্জন করাই তাঁদের লক্ষ্য। তবে যাঁরা ফর্মে নেই অথবা ঘরোয়া ক্রিকেটে সারা মরশুমে সেইভাবে সাফল্য পাননি তাঁরা জান–প্রাণ দিয়ে খেলেন এই শেষ সুযোগে নিজেকে প্রমাণ করার। যে ব্যাপারটি দেখা গিয়েছে রবীন উথাপ্পা'র মধ্যে। নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় এসে যখন সর্বস্তর থেকে দুর্নীতি দুরীকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছেন তখন আইপিএল ফাইনাল সব সন্দেহের উর্ধ্বে উঠে অনুষ্ঠিত হয় কিনা সেটাই এখন দেখার।

কালীনগর ক্রীড়া অ্যাকাডেমির ফুটবল টুর্ণামেন্ট

কুনাল মালিক : গত ২৫ মে দক্ষিণ শহরতলীর সাউথবাওয়ালিতে কালীনগর ক্রীড়া অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ত্রিস্মৃতি ফুটবল চ্যালেঞ্জ টুর্ণামেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা হল। নকআউট টুর্ণামেন্টে মোট ১৬টি দল অংশ গ্রহণ করেছিল। চ্যাম্পিয়ন হয় ইয়ংস্টার, চন্দনদহ এবং রানার্স হয় আকুলসের রাধাকৃষ্ণ দল। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক

অশোক দেব প্রখ্যাত ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুন রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, সাউথবাওয়ালি পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা বর্তমান সদস্য কানাই সাঁতরা, জেলা পরিষদের সদস্যা রীতা মিত্র প্রমুখ। মানস ভট্টাচার্য জানালেন,আগামী দিনে কোচিং ক্যাম্প হলে তিনি সহযোগিতা করবেন। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন আগামী বছর আরও বৃহৎ করে এই টুর্ণামেন্ট হবে।

মনের খেয়াল

ছবি: সোহিনী নন্দন, সেন্ট জনস্ ডায়োসেশন গার্লস স্কুল, ক্লাস– ওয়ান(ডি)

ক্ষুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

সুকুমার সংসার

হিমিকা ভট্টাচার্য

অষ্টম শ্রেণি, দমদম

বোম্বাগড়ের রাজার এখন
পাচ্ছে বড়োই হাসি
হোঃ হোঃ হোঃ হাসছে দেখ
কেষ্ট দাসের পিসি।
কুমড়োপটাশ তুমি কিছু
বলছ না যে বড়ো,
কলার খোসা! হুঁকোমুখো
কী...যে তুমি করো?
নেড়া এখন বেলতলাতে
বেলপানাটা আনছে,
আহ্লাদীরা তখন থেকে
জামাটা ধরে টানছে।
নন্দ গুপি কেন এমন
মুখোশ পরে ঘুরছে,
চন্ডী দাসের খুড়ো খালি
কলটা ধরে নাড়ছে।
পাগলা জগাই কাকে যেন
ছাতা দিয়ে মারছে!
জগমোহন কাকে যেন
ঠিকানাটা বলছে।
রামগড়ুর লিখছে বসে
হাসির কথা নোটবুকে,
ট্যাঁশগরু যে একটি পাখি,
বোঝাচ্ছে তা সকলকে।
ষষ্ঠীচরণ করছে কী যে
নেই কো আমার জানা
সত্যি বলছি–মিথ্যে যে নয়
পাক্কা ষোলো আনা।।

জাদুকর শৈলেশ্বর

তোমরা কারুর বাড়িতে গিয়েছ। বন্ধুরা জোন গেছে তুমি এর মধ্যে দুটো চারটে ম্যাজিকত শিখে ফেলেছ।

অথচ কিছুই নিয়ে যাওনি।, তুমি একদম ঘাবড়াবে না। যে খেলাটা শেখবো অবশ্যই মজার। ছোট ছোট খেলাগুলো দেখাতে পারলেই জানবে যে, বড় খেলা অবশ্যই দেখাতে সুবিধা হবে। এবার খেলাটা বলি – 'হাতে গর্ত করা'র। না ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং বড় এক টাকার মাপে ডায়ামেটারের একটা টিউব তৈরি কর। অবশ্যই দু'দিক খেলা থাকবে। এবার ওই টিউবটা ডান হাতে ধরো এবং বাঁ হাতকে উপরের দিকে তুলে ডান হাতের টিউবটাকে বাঁ হতের সংস্পর্শে আনো। এবার তোমার দুটো চোখের দৃষ্টি একই জায়গায় নিবদ্ধ করে দেখো, তোমার বাঁ হাতে গর্ত হয়ে গিয়েছে।

ছবিটা দেখলেই ভাল বুঝবে

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।